মন্দাকিনী

(গীতিনাটিকা)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত।

(টালা, ২ নং বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড হইতে)
শ্রীজানকীনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[বন্ধুবর্গকে বিতরণার্থ]

কলিকাতা
৬ নং ভীম ঘোষের লেন,
গ্রেট ইডেন প্রেস, ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৯।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

বিজয় ... বিজয়পুরের রাজকুমার।

বিজয়পুরের রাজা, বিজয়-রাজমন্ত্রী, বিজয়রাজ-সেনাপতি (রণধীরসিংহ), সভাসদ্গণ, পারিষদ্গণ, কর্ম্মচারীগণ, ইয়ারগণ, সিন্ধুরাজ, সিন্ধুরাজমন্ত্রী, দূতগণ ও ভিখারী প্রভৃতি।

স্ত্রী

মন্দাকিনী ... সিন্ধুরাজকন্যা।

বিজয়পুরের রাণী, মাধুরী (জনৈক নর্ত্তকী), বৃদ্ধা, নর্ত্তকীগণ ও সখীগণ প্রভৃতি।

মন্দাকিনী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিজয়পুর রাজসভা।

(রাজা, মন্ত্রী, সভাসদ্গণ ও বৈতালিকগণ)

বৈতালিকগণ। (গীত)

রাজ অধিরাজ তব ভালে জয়মালা।
বিজয়পুর-লক্ষ্মী বহে তব বরণডালা॥
শিক্ষিত সব শাস্ত্রে অস্ত্রে, দীক্ষিত দীন-পালনে,
রক্ষিত সদা দেববৃন্দে, বন্দিত সারা ভুবনে,
তরুণ তব মুখ-অরুণ, করুণ-রস-ঢালা॥
গুণীজন-শরণ-কারণ, তারণ দুখ-সাগরে,
প্রকৃতি পুঞ্জে সতত গুঞ্জে মহিমা তব আদরে,
স্মরণে তব শান্তি রাজে, দূর সকল জ্বালা॥

রাজা। মন্ত্রীবর! প্রজাগণের সমস্ত কুশল ত? কল্য রজনীতে চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি কোন পাপাচরণ দ্বারা নগরবাসীদিগের শান্তিপূর্ণ নিদ্রার কোন ব্যাঘাত

হয় নাই? আমার রাজ্যমধ্যে কল্য কেহ ত অনাহারে ছিলনা? সন্ধ্যাকালে সকলেই সেই জগৎপিতা জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করেছিল? দেবালয় সমূহে দেবসেবার কোন ব্যাঘাত হয় নাই?

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনার প্রতাপে চৌর্য্য তস্করতা কেবল বাক্যমাত্রে প্রচলিত আছে। এরূপ অকার্য্য কখনও সম্পাদিত হয় নাই। প্রজাগণ নিরুদ্বেগে অকুতোভয়ে নিশাযাপন করেছে। স্বয়ং দাতাকর্ণ যে দেশের পালক, সে রাজ্যে অনাহারে কেহ থাকা সম্ভব নয়। দেবালয় সমূহের কার্য্যের কোন প্রতিবন্ধক হয় নাই এবং দিনান্তে সেই পরম পিতার নাম উচ্চারণে কেহই বিস্মৃত হয় নাই।

রাজা। অদ্য কি কি কার্য্য আছে, আমাকে জ্ঞাত কর।

মন্ত্রী। ভূপাল-নরপতি এক দূত প্রেরণ করেছেন, আজ্ঞা হেতু দ্বারে উপস্থিত।

রাজা। সমাদরে লয়ে এস।

(মন্ত্রীর প্রস্থান ও দূতসহ পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। (পত্র পাঠান্তে) মন্ত্রী! পাঠ কর—অর্থলোভী ঈর্ষামত্ত ভূপাল-নরপতি আমার নিকট হ'তে রাজস্ব আদায়ের জন্য ভয় প্রদর্শন করেছেন।

মন্ত্রী। (পত্র পাঠ) "শ্রীবিজয়পুর রাজসমীপেষু— আমি তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি, সেই হেতু এই পত্র দ্বারা জানাইতেছি যে, যদি নিজের মঙ্গল প্রার্থনা কর, তবে বিনা আপত্তিতে অদ্য হইতে করদানে স্বীকৃত হও, নচেৎ যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তোমার রাজ্য ছারখার ও সপরিবারে প্রাণ নষ্ট করিব ইতি।"

রাজা। সভাসদ্গণ! তোমরা সকলেই শ্রবণ কল্লে? এরূপ গর্ব্বিত বাক্যের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা উচিত এবং ভবিষ্যতে তিনি পুনরায় এরূপ উদ্ধত আচরণে বিরত হ'ন তাহারও প্রতিবিধান আবশ্যক।

১ম সভা। বিজয়পুরে এক ব্যক্তি জীবিত থাকতে ভূপাল এ দেশে পদার্পণ করতে পারবেনা।

২য় সভা। এ দেহে যতক্ষণ এক বিন্দু শোণিত থাকবে, বিজয়পুর বিজয়-নিশান ততক্ষণ নিরুদ্বেগে উড্ডীয়মান থাকবে।

রাজা। (দূতের প্রতি) যাও দূত, তোমার রাজাকে ব'লো যে বিজয়পুর-রাজ এ পর্য্যন্ত কাহারও অধীনতা স্বীকার করেননি এবং কাহারও গর্ব্বিত বাক্যে কর্ণপাত করেন না।

দূত। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

রাজা। বিজয় এখন কোথায়?

মন্ত্রী। তিনি তাঁর জন্মতিথি উৎসবাদি দর্শন কচ্ছেন।

রাজা। বিজয়কে এ স্থানে আনয়ন কর। কি আশ্চর্য্য! মানুষের অর্থলিপ্সা কি কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয়না? সামান্য কুটীরবাসী ভিক্ষুক হ'তে প্রাসাদারূঢ় সম্রাট্ পর্য্যন্ত সকলেই অর্থলোভে সমুৎসুক!

ধন-শস্যে পূর্ণ সেই ভূপাল-ভাণ্ডার,
অভাব নাহিক কিছু অবনীমণ্ডলে,
তথাপি কি হেতু রণ চাহে মোর সনে?
কি হেতু পড়িতে সাধ জ্বলন্ত পাবকে?
বীরশূন্য নহে এই বিজয়নগর—
ক্ষীণহস্তে রাজদণ্ড নাহি ধরে বাহু।
দেখিব কেমনে সেই পরদ্রব্যহারী
প্রবেশে নগরে লোভী ভূপাল-ভূপতি।

(বিজয়সিংহের প্রবেশ)

এস বৎস! শুন পুত্র, যেহেতু ডেকেছি,—
ধন-আশে রণসাজে আসিছে ভূপাল;
লিখিয়াছে গর্ব্বভরে, সমরে বধিবে
মোরে, সহ মম আত্মীয় কুটুম্বগণে।

বিজয়। দেহ অনুমতি পিতঃ! সমূলে নির্ম্মূল
আমি করিব পামরে; প্রবেশি' সংগ্রামে
বিনাশিব তারে, নহে আনিব বাঁধিয়া
রাজপদে উপহার দানিবার তরে।

কেশরী-বিবরে চাহে শৃগাল পশিতে ?
বামন হইয়ে চাহে ধরিতে শশাঙ্কে ?
আজ্ঞা দেহ পিতা তুমি, দেখিবে সকলে
পুত্র তব ক্ষীণহস্তে অস্ত্র নাহি চালে।
শরজাল আবরিবে মেঘজাল সম
দশদিশি। মুহুর্ম্মুহু ধ্বনিবে কার্ম্মুক,
বরিষার ধারা সম অস্ত্রবৃষ্টি ঘোর
ভাসায়ে লইয়ে যাবে অরাতি নিকরে—
শুষ্কপত্র ধায় যথা প্লাবনের কালে।

রাজা। জানি আমি, জানি বৎস, তব বীরপণা,
ন্যায়যুদ্ধে কেহ নাহি আঁটিবে তোমারে।
বিষম কপটাচারী জানি সে দুর্ম্মতি,
কপট সমরে পাছে বিমুখে তোমারে ?
বংশের দুলাল তুমি ভরসা আমার,
কিরূপে তোমারে আমি পাঠাব সমরে ?

বিজয়। থাকিতে এ দাস যদি রণে যাও প্রভু,
দারুণ কলঙ্ক মম ঘোষিবে জগতে,
হাসিবে সকলে করিলে এ হেন কাজ।

রাজা। তবে যদি ইচ্ছা তব একান্ত সমরে
নাহি নিবারি তোমারে। কিন্তু এক কথা,
অবিলম্বে প্রের দূত রণধীর পাশে।
অর্দ্ধলক্ষ সৈন্য সহ হ'তে আগুয়ান্

আজ্ঞা দেহ তারে স্বচ্ছবারি নদীতীরে,
সমর বাধিবে কল্য নিশা অবসানে ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দেবালয় সান্নিধ্য।

(দুইজন রাজকর্ম্মচারীর প্রবেশ)

২য় কর্ম্ম। ওরে ঐ রকম ক'রে কি ঠাকুর প্রণাম করে ?

১ম কর্ম্ম। কি ক'রব ভাই, কাল যুবরাজ বিজয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে রাজবাড়ীতে যে খ্যাঁট দিইছি, এখনও তা হজম করতে পারিনি। আর নীচু হ'বার কি যো আছে ভাই ? বাবা, কিছু অপরাধ নিওনা, আমি একটু পেটুক তা'ত তুমি জান ? "অসারে খলু সংসারে সারং উদর-মন্দিরং।"

২য় কর্ম্ম। রেখে দে তোর মন্দিরং, আমি যা বলি তা শোন্, তা না হ'লে এক মুষ্ট্যাঘাতে তোর মন্দিরং ভূমিসাৎ করে দেব।

১ম কর্ম্ম। বল দাদা, যা বলবে বল, আমি শুনছি। এখন সাপে ব্যাঙ গিলেছে, আমার ত আর নড়বার যো

নেই, কিন্তু মুষ্ট্যাঘাত টাত ক'রোনা। মন্দির ভাঙ্গলে এর ভিতর যে রাবিস পোরা আছে, তাতে তুমি চাপা পড়লে আর উঠতে পারবেনা দাদা।

২য় কর্ম্ম। তবে শোন, কাল ঐ যে নর্ত্তকীরা এসেছিল তার ভেতর যার নাম মাধুরী তাকে তুমি দেখেছিলে? যেমন রূপ তেমনি গুণ, যুবরাজের দিকে আড়ে আড়ে তাকাচ্ছিল, আমার বোধ হ'ল যুবরাজ বুঝি মূর্চ্ছা যান।

১ম কর্ম্ম। ভায়া, যুবরাজ ত আমার মত পেটুকও না, আর তোমার মত লম্পটও না, যে একেবারে গোগ্রাসে গিলবেন? তা সে কোথায় গেল?

২য় কর্ম্ম। যে সেনাপতি মহাশয় আছেন, যেন রাঘব বো'ল—তাকে নিয়ে সট্‌কেছেন।

১ম কর্ম্ম। তবে আর তুমি ভ্যানভ্যান করে কি করবে?

২য় কর্ম্ম। করব আর কি, ও সব কি আমাদের বরাতে আছে? আহাহা কি রূপ! "বিধি যদি তোরে আমি বিরলেতে পাইরে"—

(তৃতীয় কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

৩য় কর্ম্ম। তোমরা'ত বেশ আমোদ করছ? কাল যুদ্ধ হবে তার খবর রাখ?

২য় কর্ম্ম। তা কি হয়েছে? কাল যুদ্ধ হবে ব'লে কি আজই মরে থাকব নাকি?

৩য় কর্ম্ম। না না তা বলছিনে, তার একটা উপায় ঠাওরাতে ত হবে? ধর, যদি যুদ্ধে আমাদের হার হয়?

২য় কর্ম্ম। দেখ বাপু তোমার মতন বীরপুরুষ আর দু'চার জন থাকলে নিশ্চয়ই হার হবে।

৩য় কর্ম্ম। তা ভাই যা বল, আমার কিন্তু হাত পা পেটের ভিতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

১ম কর্ম্ম। একটু বেশী করে সোণামুখীর পাতা বেটে খেও, সব বেরিয়ে পড়বে।

২য় কর্ম্ম। দেখ বাপু, তোমার অন্যায় ভয়। সেনাপতি রণধীরসিংহ ও যুবরাজ বিজয় থাকতে কার সাধ্য এ দেশে পদার্পণ করে? সে সব কথা যাক, কাল-কের অমন আমোদটা যে অকালে ভেসে গেল এটী বড় দুঃখের বিষয়। ভূপাল কি যুদ্ধ প্রস্তাব করবার আর দিন পাননি?

৩য় কর্ম্ম। কেন ভাই কি রকম হ'ল?

২য় কর্ম্ম। দুঃখের কথা আর কি বলব, যখন খুব নাচ গান চলছে এমন সময়ে একজন দূত এসে যুব-রাজকে ডেকে নিয়ে গেল, তার পর খানিক পরে যুব-রাজ এসে বল্লেন যে আর আমোদ প্রমোদে কাজ নেই। শীঘ্রই ভূপালরাজের সহিত আমাদের যুদ্ধ হবে, অতএব

আমোদ প্রমোদের এখন সময় নেই। আর অমনি সেই জমায়েত আসর ভেঙ্গে গেল।

১ম কর্ম্ম। নে ভাই আর দুঃখ করে করবি কি, চল্ বাড়ী চল্, আমার পেট চচ্চড় করছে আমি আর দাঁড়াতে পারছিনি।

২য় কর্ম্ম। চল—আহাহা! কি রূপ! কি রূপ!!

৩য় কর্ম্ম। তাইত, যুদ্ধ হ'লে পালাব কোথা?

[সকলের প্রস্থান।

(বৈষ্ণবগণের প্রবেশ)

বৈষ্ণবগণ। (গীত)

কেনরে অলস র'বি, নবীন রবি, ফুটায় ছবি, গগন-গায়।
মোহ-নিদ্রা ত্যজি, প্রেমে মজি, চরণ পূজি, আয়রে আয়॥
কবে আসবে শমন, পাপীর দমন, নরক-গমন হায়রে হায়।
এবে তারণ-কারণ, লওরে শরণ, জলদ-বরণ-চরণ-ছায়॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রণধীরসিংহের শিবির।

(রণধীরসিংহ, ইয়ারগণ, নর্ত্তকীগণ ও মাধুরী)

নর্ত্তকীগণ। (গীত)

রস-রঙ্গিণী সঙ্গিনী আয় লো।
ফুল-কামিনী যামিনী যায় লো॥
বিধুর মধুর হাসি, ছড়ায় জোছনা-রাশি,
মধুর মলয়া আসি' কত যে নাচায় লো॥
ঠেলে ফেলে লাজ মান, প্রাণে মিশাইয়ে প্রাণ,
প্রেমের পঞ্চম গান পিক-বধূ গায় লো॥

১ম ইয়ার। আহা! স্বর্গরাজ্য যে এত কাছে তা জানতেম না। এই ছিলেম তাঁবুর ভিতর বসে, আর এরই মধ্যে একেবারে নন্দন-কাননে? কি মজা! এই জন্যে লোকে স্বর্গে আসতে চায়। আহা, দেবতা বেটারা কি সুখ ভোগই করে! অপ্সরীরা থামলে কেন? চালাও, চালাও।

২য় ইয়ার। এ বেটার ভয়ানক নেশা ধরেছে। স্বপ্ন দেখছ নাকি বাবা? তা দেখ, ঘুম ছুটে গেলে কিন্তু আবার অদৃষ্টের দোষ দিতে ছাড়বে না। তখন আবার কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেবে, এই বেলা দিন থাকতে নেবে পড়, আর বেশী অমৃত খেওনা।

১ম ইয়ার। দূর বেটা, আমি স্বপ্ন দেখছি তা অদৃষ্টের দোষ দেব কেন? দোষ হচ্ছে তোর, তুই গোলমাল করে আমার নেশা ভাঙ্গবার চেষ্টা কচ্ছিস কেন?

৩য় ইয়ার। তুই যেমন, ঐ ছটাকে বেটার সঙ্গে কথা কচ্ছিস; বেটার পেটে এইটুকু পড়েছে আর বেটা অমনি মাতলাম আরম্ভ করেছে!

১ম ইয়ার। বেশ করেছি, তোর কি? আমি ত আর তো ব্যাটাদের মত নেমকহারাম নই, আমি যার খাই তারই গুণ গাই।

রণ। তোমরা কি ঝগড়া আরম্ভ করলে? গান বাজনা সব বন্ধ হয়ে গেল। এবারে যে গোলমাল করবে তার পেট চিরে মদ বের করে দেব।

১ম ইয়ার। দোহাই সেনাপতি মশাই! এমন কাজ করবেন না। পেট চিরলে আরও গোলমাল হবে, যার যার পেটের কথা একেবারে বেরিয়ে পড়বে।

রণ। রূপসি! তুমি একটা গাও না, তোমার গানে যেন অমৃত লহরী খেলে।—এই, সব চুপ!

মাধুরী। (গীত)

হাসিতে নাচিতে, জীবনের ভেলা
ভেসে যায় যদি ভাল।
কেন তবে চিতে, আনরে ডাকিয়ে
কোথা আছে মহাকাল॥

হাস নাচ গাও, মাতাও হৃদয়
এখনো থাকিতে কাল।
সুখের সাগরে ঢেলে দাও দেহ
দুখ-দীপ কেন জ্বাল॥
এল এল ওই, আঁধার ঘনায়ে
ঘিরিছে জলদ-জাল।
কে জানে কখন, ডুবিবে এ রবি
নিভিবে সকল আলো॥

রণ। সুন্দরি, তুমি আমার মনের কথা টেনে বলেছ। আমিও তাই ভাবি, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে যতটুকু আনন্দ উপভোগ করা যায় সেই লাভ; কারণ কার অদৃষ্টে কি আছে কিছুই বলা যায়না। আজ আমি সুন্দরীগণ পরিবেষ্টিত হ'য়ে আমোদ উপভোগ করছি, কাল হয়ত এমন সময়ে শৃগাল কুক্কুর বেষ্টিত হ'য়ে রণক্ষেত্রে মৃত্যু-শয্যাশায়ী হব। কিন্তু উপায় নাই—আমি পরের বেতনভোগী দাস মাত্র। কাঞ্চনের বিনিময়ে এই অমূল্য জীবন বিক্রয় করেছি।

মাধুরী। সেনাপতি মহাশয়, আমার একটা অনু-রোধ শুনুন।

রণ। রাত্র অধিক হয়েছে, কল্য প্রত্যূষে যুদ্ধ আরম্ভ হবে, অতএব বিশ্রাম প্রয়োজন। অদ্যকার আমোদ-প্রমোদ এই পর্য্যন্ত, যাও তোমরা নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান কর।

১ম ইয়ার। ও সুন্দরীরা, চল একটা গেয়ে নিয়ে আজকের মত যবনিকা পতন কর।

নর্ত্তকীগণ। (গীত)

(সখি) ছড়িয়ে দেরে ফুলরাশি।
ফুলের খেলা, ফুলের মেলা, ফুলে ফুলে মেশামিশি ॥
নলিনী আমোদ বিভোরা, হেসে হেসে হয় দিশেহারা,
আমরা কেন, নীরব হেন, হাসির কোলে যাই ভাসি ॥
গাইছে পাখী শাখী-শাখে ওই,
বল সজনী, সুখ রজনী, কি অমনি যাবে সই—
প্রেমের গানে, সুখের তানে, বাঁধব জোরে প্রেম-ফাঁসি ॥

[রণধীর ও মাধুরী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মাধুরী। আপনি রণক্ষেত্রে নিজে যাবেন না, আমাকে একদিনের জন্য সুখী ক'রে চিরকালের জন্য অকূলে ফেলে দেবেন না।

রণ। মাধুরী, তা কি কখন হয়? যুদ্ধক্ষেত্রে নায়ক না থাকলে কি কখন জয়লাভের সম্ভাবনা থাকে? নাবিকবিহীন তরী কি কখন নিরাপদে কূল প্রাপ্ত হয়?

মাধুরী। আমার ছেলেবেলায় গণৎকার গুণে বলেছিল যে তুমি রাজরাণী হবে।

রণ। গণৎকার মিথ্যা বলেনি, তুমি রাজরাণী হবারই উপযুক্ত।

মাধুরী। গণক মিথ্যাবাদী, তুমি রাজা না হ'লে আমি রাণী হব কোথা হতে ?

রণ। কি করব মাধুরী, যুদ্ধ ভিন্ন আমার উপায় নাই। কেবল এক পথ আছে সে পথে আমি যেতে পারবনা।

মাধুরী। কি সে পথ ?

রণ। আমি যদি এখন ভূপাল-রাজকে লিখে পাঠাই যে আমি যুদ্ধ করবনা, যদি তিনি আমাকে এই রাজ্যের করদ রাজা করেন ; কিন্তু এমন বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করতে আমি পারবনা।

মাধুরী। কেন পারবেনা ? সেইত বেশ। যুদ্ধ করতে হবেনা অথচ তুমি রাজা হবে, আমি রাজরাণী হব। দুজনে পরম সুখে কালযাপন করব।

রণ। না না, ও কথা বলোনা।

মাধুরী। এই বুঝি তোমার ভালবাসা ? বেশ, তা হ'লে তুমি যুদ্ধে যাও, আমি বিষ খেয়ে মরি।

রণ। না না, মাধুরী তা আমি পারবনা। তার চেয়ে চল তোমায় আমায় পালিয়ে যাই।

মাধুরী। তা হবেনা। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি হয় রাণী হব, না হয় বিষ খেয়ে মরব। বল, পারবে ?

রণ। না।

মাধুরী। বেশ ! তুমি অর্থের জন্য চিরকাল

পরের মোট বও, আমি এই তোমার সামনে প্রাণত্যাগ করি।

(রণধীরের কটি হইতে তরবারি কাড়িয়া লওন)

রণ। মাধুরী! মাধুরী! কর কি? আমায় ক্ষমা কর, আমাকে একটু বিবেচনার সময় দাও। কাল অতি প্রত্যূষে তোমার কথার উত্তর দিব।

মাধুরী। শুধু কথার উত্তর নয়, তুমি যা বল্লে সেই মর্ম্মে একখানি চিঠি লিখে আমাকে দেবে। আমি নিজে ভূপাল-রাজের নিকট যাব। আমি কাকেও বিশ্বাস করিনা। অন্যথায় তোমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করব। এখন বিশ্রাম করগে।

রণ। তাইত কি করি, বিষম সমস্যা!

[প্রস্থান।

মাধুরী। যুবরাজ বিজয়! যুবরাজ থাকতে তোমায় আমায় মিলন হতে পারেনা, সমানে সমানে না হলে প্রণয় হয়না। আমি তোমার সমান হতে পারবনা, কিন্তু তোমাকে আমার মত হতে হবে। এই যুদ্ধে হারলে তোমাকে আমার পাবার আশা হবে। দেখি রমণীর বুদ্ধিতে কত দূর কি হয়। রণধীর, যাবে কোথা? তোমায় আর যুদ্ধ করতে হবেনা। যে ফাঁদে পা দিয়েছ তোমার ন্যায় লম্পটের তাহ'তে আর উদ্ধার হবার উপায়

নাই। এইবার বিজয়! দেখব তুমি কোথায় যাও। রাজরাণী আমি হব কিন্তু রণধীর! তোমার নয়—আমি বিজয়ের।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পর্ব্বত-প্রদেশ।

(পাহাড়ীয়াবালকগণের প্রবেশ)

(গীত)

(আরে) হেঁইয়া রে হেঁইয়া।
গুটি গুটি ছুটি ছুটি চলো সব ভেইয়া॥
চলে কাঁধে ঝোগার রাজা,
হাতে সাধে তালি বাজা,
পাতা ফুলে ছাতা সাজা, মাথে ধর্-উছেইয়া॥
ফুলটী পারা উঠছে ফুটি,
ছোটী ছোটী আঁখি দুটি,
মিঠি মিঠি হাঁসি লুটি, নাচি তাথেই থেইয়া॥

[সকলের প্রস্থান।

(মাধুরীর প্রবেশ)

মাধুরী। হায়, আমি কি কল্লেম? আমার সকল আশা অকূল পাথারে ভেসে গেল! বিজয়কে পাবার আশায় পুরুষবেশ ধারণ কল্লেম, আমার জন্য কত প্রাণী

নষ্ট হ'ল, স্ত্রীলোক হয়ে রণক্ষেত্রে যেতেও কুন্ঠিত হইনি, কিন্তু কই? তার ত কোন ফল ফললো না! বরং সবই বিপরীত হ'ল। এখানে থাকলে তবু তাঁকে সময় সময় দেখতে পেতেম, এখন সে আশাটুকুও গেল। রাজ্যেশ্বরকে রাজ্যচ্যুত কল্লেম, রাজরাণী ভিখারিণী হলেন, রাজপুত্র মুষ্টি অন্নের ভিখারী হ'য়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরবেন। উঃ! অবশেষে এই হ'ল? আহা! তাঁকে যদি একবার দেখতে পাই তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চাই। কিন্তু সে সময় গেছে, আর তাঁর দর্শন পাবনা। বিজয়! তুমি দেবতা—দেবতারা ত সামান্য হীনজাতিরও পূজাগ্রহণ করে থাকেন, তবে তুমি আমায় ত্যাগ করছ কেন?

(গীত)

কেন প্রাণে হেন আশা হায়!
পতঙ্গ হইয়ে কেন মাতঙ্গে ধরিতে চায়॥
বিমল সরসী-বুকে, কমল হাসিছে সুখে,
কোমল কোরকে তার কীট পশিবারে চায়।
অকলঙ্ক শশধর, আকাশে বিকাশে কর,
সতত বাসনা কেন ওরে অবোধ অন্তর,
কলঙ্ক কালিমা দিয়ে মলিন করিতে তায়॥

প্রাণ, তুই কাঁদছিস কেন? দেখ্ তোর কত অন্যায়। তুই বারাঙ্গনা, কিজন্য সেই অকলঙ্ক চন্দ্রে কলঙ্ক অর্পণ করতে চাস? ধিক্ তোরে, এই কি তোর ভালবাসা?

আরে প্রাণ! তোর তাড়নায় যে কার্য্য করেছি তার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন; না হলে মরেও সুখ হবেনা। বিজয়কে তার পিতৃরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না দেখে আমি মরতে পারবনা। এখন কি করি? আমি সামান্য স্ত্রীলোক মাত্র, আমার ত কোন বল নাই। (ভাবিয়া) যাই, সিন্ধুরাজ্যে যাই। প্রবল-প্রতাপান্বিত সিন্ধুরাজ ভিন্ন এ বিপদে আর অন্য উপায় নাই। শুনেছি সিন্ধুরাজ বড় দয়াবান্, যাব—তাঁর কাছে যাব—তাঁর পায়ে ধরে কাঁদব—যদি কোন উপায় হয়।

[প্রস্থান।

(বিজয়পুররাজ, রাণী ও বিজয়সিংহের প্রবেশ)

রাজা। অপূর্ব্ব বিধির বিধি! কাল সন্ধ্যাকালে
রাজা ছিনু, আজ আমি পথের ভিখারী!
কপটী শৃগাল মিলি' কপট সমরে
বিমুখিল কেশরীরে এই খেদ মনে।
নিজ দুঃখে দুঃখী নহি আমি—পুত্রসম
প্রজাগণ মম অত্যাচার প্রপীড়িত—
সে সবার তরে মম ফাটিছে পরাণ!
দেখ রাণি, সূর্য্যতাপে তাপিত যেজন
বিশ্রাম বিলাস আশে আসে তরুপাশে,

মুছায় তাহার ক্লেশ বৃক্ষ ছায়াদানে—
শুষ্ক তরু হের আমি পত্রপুষ্পহীন—
রক্ষিতে আশ্রিত জনে নাহিক ক্ষমতা।
মৃত্যু শ্রেয় ইহা হ'তে সম্মুখ সংগ্রামে।

বিজয়। কহ পিতা, কিবা হেতু আদেশিলা দাসে
ত্যজিতে সে রণক্ষেত্র? ধিক্ মৃত্যু শ্রেয়
পরাজয় হতে—প্রাণভয়ে পালাইনু—
মানব সমাজে নাহি দেখাব বদন।
গহন কাননে পশি' ফলমূলাহারে
জীবনের অবশেষ করিব যাপন।

রাজা। জয় পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায়,
সেই হেতু মনস্তাপ নহেত উচিত।
প্রাণপণে যুঝি' মোরা সমরে বিরত,
এ নিমিত্ত কে ধিক্কার দিবে আমাসবে।
ত্যজ খেদ, শান্ত হও, সুস্থ কর হিয়া,
অধর্ম্মের জয় নাহি সম্ভব কখন।

বিজয়। যত দিন নাহি পাব রণধীরাধমে
হৃদয়-শোণিত মম না হবে শীতল,
উত্তপ্ত রুধিরে তার করিলে তর্পণ
হৃদয়ের জ্বালা মম হবে প্রশমিত।

রাণী। তৃষ্ণায় কাতর বৎস! বাহিরায় প্রাণ,
অশক্ত চরণ মম, ভ্রমিয়া কাতর,

বিশ্রাম বিহনে আর চলিতে না পারি ;
ত্বরা পুত্র কর কোন বিহিত বিধান।

বিজয়। হায় মাতঃ! কি কহিব বিদরে হৃদয়,
রাজমাতা হেরি' তোমা এ হেন দশায়।
চন্দ্র সূর্য্য যার নাহি হেরেছে বদন,
চলে যেতে তৃণাঙ্কুর ফোটে যার পায়,
রাজরাণী ভিখারিণী তৃষ্ণায় কাতর!
নাহি বহু দূর মাতা, ওই দেখা যায়
বিজয়পুরের সীমা ; নাহি আর ভয়।
মাগো জন্মভূমি! যাচি বিদায় চরণে,
বিদায় স্বদেশবাসী জনমের মত!
যদি কভু উদে মম সুখ-দিবাকর,
শেষ যদি হয় কভু দুখের রজনী,
রাজপুত্র প্রবেশিবে বিজয়নগরে—
নহে কেহ না দেখিবে অভাগা বিজয়ে!
হৃদয়ের প্রতি স্তরে রয়েছে গ্রথিত
শৈশবের স্মৃতি সহ স্বদেশ বৈভব ;
কেমনে ভুলিব মম সুখের সদন,
কেমনে সহিব হেন দারিদ্র্যের ক্লেশ ?
পিতঃ! মাতঃ! চল ওই মঠ সন্নিধানে
ফল জলে করি ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

সিন্ধুরাজ মন্ত্রণা-গৃহ।

(রাজা ও জনৈক পারিষদ)

পারি। মহারাজ! আপনি ভিন্ন এর সুবিচার আর কারও দ্বারা হবেনা। দোহাই মহারাজ! এর বিচার আপনাকে করতেই হবে।

রাজা। কিহে, আজ আবার একি ভাব? মতলবটা কি ভেঙ্গেই বলনা।

পারি। আজ্ঞে মহারাজ! আমি এর ভেতর নেই আমাকে জোর করে ধরে এনেছে।

রাজা। কি বিপদ! ব্যাপারটা কি হয়েছে?

পারি। আজ্ঞে আমার মত লোকের সাধ্য কি যে এ কাজ পারে? আমরা চক্ষু থাকতে অন্ধ—কর্ণ থাকতে বধির—নাসিকা—

রাজা। কি জ্বালা! তুমি যে ধান ভান্‌তে মহী-পালের গীত আরম্ভ করলে! আসল কথাটা কি?

পারি। আজ্ঞে রাস্তায় আসতে আসতে দুটী স্ত্রীলোক বিবাদ করছে। ও বলছে আমি তোর চেয়ে গুণবতী, এ বলছে আমি তোর চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নই। আমি যাচ্ছিলেম সেই পথ দিয়ে, আমাকে ধরে বল্লে যে তুমি এর বিচার কর। তা আমি পারব

কেন ? মহারাজ ত জানেন, আমি স্ত্রীলোকের গুণ ভিন্ন দোষ দেখতে পাইনা, সে বিষয়ে আমি একেবারে অন্ধ। সেইজন্য একেবারেই মহারাজের নিকট এনেছি। হুকুম হলেই আপনার সম্মুখে হাজির করি।

রাজা। তা আমি আগেই বুঝেছি; তুমি যখন আছ তখন স্ত্রীলোক ও ঝগড়া যে এর ভিতর আছে তা নিশ্চিত। তা দেখ, আজ আমার মন তেমন ভাল নয়, ও সব ভাল লাগছেনা।

পারি। অমৃতে অরুচি হলে চলবে কেন মহারাজ ? আর যখন তারা রাজবাটী পর্য্যন্ত এসেছে তখন তারা কি অমনি ফিরে যাবে ?

রাজা। তবে নিয়ে এস।

(পারিষদের প্রস্থান ও নর্ত্তকীদ্বয়ের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

পারি। দেখুন মহারাজ ! এক্ষণে বিচার করুন।

রাজা। যথার্থ, তোমরা উভয়েই রূপবতী বটে, তোমাদের মধ্যে কে অধিক সুন্দরী বলা অসম্ভব; তবে কিছু গুণের পরিচয় দাও, তাতে যদি কিছু অনুমান করা যায়।

(দ্বৈত-গীত)

১ম নর্ত্তকী।— কার হৃদয়ের সাধ, জোছনার চাঁদ,
কোন্ মরমের আশা।
কার স্বরগের ফুল, সোহাগের দুল,
কোন্ মলয়ায় ভাসা॥

২য় নর্ত্তকী।—　আমি হেসে হেসে,　বেড়াই ভেসে,
যে ডাকে তার কাছে আসি।
আমি তারা তুলে,　পরাই চুলে,
ফুটাই মেঘে হীরের হাসি॥

১ম নর্ত্তকী।—　কার হারাণ রতন,　সুখের স্বপন,
কোন্ প্রণয়ের ভাষা।
কার দুখভরা হিয়া,　ছিঁড়িয়া দহিয়া,
কোন্ আশে তব আসা॥

২য় নর্ত্তকী।—　আমি ফুলের কোলে,　পাখীর বোলে,
বসাই মধুর প্রণয়রাশি।
আমি প্রাণটী নিয়ে,　গানটী গেয়ে,
উধাও হতে ভালবাসি॥

পারি। দেখুন মহারাজ, এর বিচার করা কি আমার সাধ্য ?

রাজা। যথার্থ, তোমরা উভয়ে রূপে গুণে তুল্য, কেহই ন্যূন নয়। অদ্য আমার মন সুস্থির নয়, আজ তোমরা বিদায় হও, অন্য একদিন এর মীমাংসা করা যাবে। যাও, এদের প্রত্যেককে শত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দাও।

[নর্ত্তকীদ্বয়ের প্রস্থান।

দেখ বয়স্য, মন্দাকিনী যেরূপ কৃশ হচ্ছে, আমার ভয় হয় পাছে আমার একটিমাত্র নিধি অকালে বিধাতা হরণ করেন। আমি প্রচার করেছি যে, যে কেহ এই রোগ নির্ণয় করতে পারবে তাকে যথেষ্টরূপে পুরস্কৃত করব।

পারি। (স্বগতঃ) পুরস্কৃত হয়ে কাজ নেই, আমি এমন অসময়ে বকামি করে তিরস্কৃত ও বহিষ্কৃত হইনি তাই যথেষ্ট। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! উতলা হবেন না, ঈশ্বরের কৃপায় শীঘ্রই উপায় হবে।

(মন্ত্রী ও মাধুরীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। এই স্ত্রীলোকটি রাজকন্যার অসুস্থতার কথা শুনে এখানে এসেছে, রাজকুমারীকে দেখলে তাঁর রোগ নির্ণয় করতে পারবে বলছে।

রাজা। এস বৎসে, চল অন্তঃপুরে চল।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পান্থশালা।

(বিজয়পুর-রাজ ও রাণী আসীনা)

রাণী। সবে বলে ভগবান্! দয়াসিন্ধু তুমি,
আমা দোঁহা প্রতি তবে কি হেতু নিদয়!
পশু পক্ষী পতঙ্গাদি জীবশ্রেণী যত,
সর্ব্বোপরি বিরাজিছে করুণা তোমার!
কি পাপে হে জগৎপিতা! ভাগ্যহীনা আমি
করিতেছি দিবানিশি অশ্রুবরিষণ?

হৃদি-মেঘ মুক্ত কর—কর বিমোচন
প্লাবনের ধারা সম আঁখিবারি মোর—
নির্ম্মল শারদাকাশ দেখাও বারেক—
দেখাও মহিমা তব মহিমা-নিদান!

রাজা। শুন রাণি! যদি মোরা থাকি ধর্ম্মপথে,
পূজি' নিত্য ইষ্টদেবে বঞ্চি এ জীবন,
রাজলক্ষ্মী কভু নাহি বিমুখী হইবে।
সুসময় কিছু দিনে উদিবে আবার—
আবার ভাসিব দোঁহে সুখ-পারাবারে।
বিজয়ে অর্পিয়ে রাজ্য রহিব নির্জ্জনে
তোমা সনে, যাবত শমনদূত আসি'
যাবে মোরে লয়ে, ছিঁড়ি' প্রণয়-বন্ধন।
ভেবে দেখ রাণি! বালক যখন আমি,
(বালিকা তখন তুমি) হাতে হাতে ধরি'
উদ্যানেতে মোরা দোঁহে করেছি ভ্রমণ—
পরে রাজারাণী হয়ে বসি' সিংহাসনে
করিয়াছি প্রজার পালন—কালচক্র-
ফেরে এবে ভিখারীর বেশে ভূমিশয্যা-
শায়ী দোঁহে, অনুক্ষণ করিছ রোদন।
বুঝ মনে, সব হয় বিধির ইচ্ছায়—
শান্ত হও, ধৈর্য্য ধর, না হও অধীর।
সুবদনি! কে তোমারে বলে ভিখারিণী?

অমূল্য রতন আছে গৃহেতে তোমার।
দিক্‌পাল সম দেখ বিজয় কুমার
অচিরে করিবে তব দুখ বিমোচন।

রাণী। বহুক্ষণ ভিক্ষা হেতু গিয়াছে বিজয়,
এখনও কেন নাহি আসিছে ফিরিয়া ?
একমাত্র প্রিয় বস্তু—যার আলম্বনে
রাখিয়াছি এই প্রাণ কালগ্রাস হ'তে,
কঠিন বিধাতা বুঝি নিঠুর হইয়ে
হরিল সে অভাগীর অমূল্য-রতন !

(গীত)

হে বিধি ! কি বিধি তব ভালে মম লিখেছিলে।
সহসা তমসা ঘোরে হাসা চাঁদে ঢেকে দিলে ॥
কালি ছিনু রাজরাণী, আজি হ'নু ভিখারিণী,
পতি সনে ভ্রমি বনে, একি লীলা দেখাইলে।
অভাগী নয়ন-মণি, পুত্রধনে ছিনু ধনী,
সে ধনে বঞ্চিলে কেন, কোন্ পাপে হ'রে নিলে ॥

(বিজয়সিংহের প্রবেশ)

বিজয়। সম্বর রোদন মাতঃ ! মেলহ নয়ন—
ভিক্ষা হ'তে আসিয়াছে তনয় তোমার।
এতদিনে বুঝি মাতা বিধি অনুকূল,
মুষ্টিভিক্ষা হেতু আর যেতে নাহি হবে।

(স্বর্ণমুদ্রা প্রদর্শন)

রাজা। কহ পুত্র! কিরূপেতে করিলা অর্জ্জন
এহেন কাঞ্চনরাশি? কোন্ দয়াবান্
বরষিল দয়াবারি আমা সবা পরে,
কে হইল মোসবার দুঃখেতে দুঃখিত?

বিজয়। নাগেশ্বর-অধিপতি কৃপাবান্ অতি
মম প্রতি, তাঁর কৃপাবলে লভিয়াছি
সহস্র কাঞ্চন, আর তিনি তোমা দোঁহে
দিবেন আশ্রয়, করেছেন অঙ্গীকার।
ওই দেখ মন্ত্রী তাঁর আসিছেন হেথা
তোমা দোঁহে লয়ে যেতে রাজেন্দ্র সদন।
জনক জননি! দোঁহে রহ সেই স্থানে,
যাব আমি বহুদূরে ভিক্ষার সন্ধানে।
অন্য ভিক্ষা আর নাহি যাচিব কাহারে;
নিজরাজ্য উদ্ধারিব বলে বা কৌশলে—
এই হেতু যেতে চাই ত্যজি' তোমা দোঁহে।
খেদ নাহি কর পিতা, না বার জননি!
অদ্য হ'তে এক বর্ষ ব্যবধান পরে
ফিরি' আসি পুত্র তব বন্দিবে চরণ।

(নাগেশ্বর-মন্ত্রী প্রভৃতির প্রবেশ)

মন্ত্রী। আপনারা আসুন, রাজার অনুরোধ আপনাদের আর এস্থানে বাস করবার প্রয়োজন নাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

সিন্ধু-রাজান্তঃপুর — ক্রীড়া-কানন।

(মন্দাকিনী ও সখীগণ)

সখীগণ। (গীত)

কেন সখি বল দেখি মলিন মুখ-নলিন।
সুনীল নয়ন কেন সদা ভূমিতলে লীন॥
চাঁদের কিরণ হাসে, কোকিলা মধুর ভাষে,
বিবিধ কুসুম বাসে, হিয়া কেন সুখহীন।
হরষে সরসী-জলে, কুমুদিনী হেলে দোলে,
শীতল মলয়া খেলে, কেন তোর তনু ক্ষীণ॥

মন্দা। হায় সখি! বৃথা চেষ্টা, বৃথা যত্ন তব—
নৃত্যগীত বিষসম হয় অনুভব।
শরীর বিকল যার, সকলি নীরস
তার হয় অনুমান, তিক্ত সমুদয়—
আঁখি জ্বলে হেরে স্নিগ্ধ চাঁদের কিরণ,
শ্রবণে কর্কশ বাজে কোকিলের স্বর,
ভাল নাহি লাগে তার সুগন্ধি কুসুম,

সতত বিস্বাদ জিহ্বা হয় অনুমান,
মলয় মারুতে শীতে কাঁপে কলেবর।
আমা হেতু কষ্ট সবে পাও কি কারণ ?
এত যত্ন এত ক্লেশ তোমা সবাকার
এ জীবনে কণামাত্র নারিব শোধিতে।
চিরঋণী আমি সখি তোমা সবা কাছে ;
লৌহখণ্ড সলিলেতে করিলে নিক্ষেপ
দিনে দিনে ক্ষয় হয় কলঙ্ক ধরিয়া,
সেইমত দেহ মম ব্যাধির পরশে
ম্লানতর ক্ষীণতর হতেছে ক্রমেতে।

১ম সখী। কেন সখি, কেন হেন হতাশ জীবনে ?
দৈববরে রোগমুক্ত হইবে অচিরে।
মোরা সব সখী মিলি প্রাণ তুচ্ছ করি'
রাখিব যতনে এই সুন্দর কুসুমে।
দুরন্ত মার্ত্তণ্ড তেজে না দিব শুকাতে
যতনে বর্দ্ধিত এই হেম-কুমুদিনী !

মন্দা। বিষধর কালফণী দংশিয়াছে যারে
শুশ্রূষায় কিবা ফল লভিবে সেজন ?
শত শত চিকিৎসক অপারগ সবে
করিতে নির্ণয় মম এ দুরন্ত ব্যাধি।
যেই করে ধরি' সদা কঠিন কৃপাণ
রণরঙ্গে তব সঙ্গে করেছি নর্ত্তন,

এবে দেখ সেই বাহু অক্ষম অলস
বিচ্ছিন্ন মৃণাল সম পড়ি' শয্যাপরি।

(রাজা ও মাধুরীর প্রবেশ)

রাজা। ম্লানমুখ শুষ্কদেহ দেখ কন্যা মোর
শরতের শশী সম বদন-সরোজ !
কেশজাল আলুথালু পড়েছে ছড়ায়ে—
কাল জলে ভাসে যেন কনক-কমল !
দেখ বৎসে ! পার যদি করিতে নির্ণয়
কিবা কীট পশিয়াছে এ হেন প্রসূনে।
অদেয় তোমারে কিছু না রবে জগতে,
ধন রত্ন যা চাহিবে তাহা পাবে তুমি।
হের পুত্রি ! আসিয়াছে রমণী ললাম
ব্যাধির কারণ তব করিতে নির্ণয়।
লয় মনে ইহা হ'তে হইবে উপায়—
তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচক্ষণা হয় অনুভব।

মাধুরী। অন্য রোগ নাহি কিছু শুন হে রাজন্ !
চিন্তা-কীট পশিয়াছে এ দেহ-পিঞ্জরে ;
সতত হৃদয়-পাখী জ্বলিছে দংশনে,
জরজর দিন দিন বিষের তাড়নে।

মন্দা। মূর্ত্তিমতী বুদ্ধি তুমি ধরণীমণ্ডলে
দেবের রমণী কিবা এসেছ ছলিতে ?

শুন সতি ! এত দিন রেখেছি গোপন
যাহা, আজি প্রকাশিব তোমার নিকটে।
কিন্তু সখি, এক ভিক্ষা যাচি তব কাছে—
সখীভাবে মম পাশে রবে চিরদিন ?

মাধুরী। স্বীকৃত হইনু আমি তোমার প্রস্তাবে,
কহ এবে কিবা সখি রেখেছ গোপন।
(মন্দাকিনীর সহিত কাণে কাণে কথা)

মহারাজ ! রোগ নির্ণয় করেছি। ভূপালরাজের সহিত আপনি প্রিয়সখীর বিবাহ সম্বন্ধ করেছেন, সে সম্বন্ধ এঁর মনোমত হয়নি। কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে বলে এ কথা এত দিন কারো নিকট প্রকাশ করেননি এবং আজও কর্ত্তেন না, তবে আমি তাঁর মনের ভাব জানতে পেরেছি বলে সে কথা আমায় বল্লেন। এখন রাজকন্যার আরোগ্যের ভার আপনারই উপর নির্ভর কুরছে। ভূপালপতির সহিত বিবাহ সম্বন্ধ ভঙ্গ করুন, রাজকন্যা আরোগ্য হবেন।

রাজা। বৎসে ! এ কথা আমাকে এতদিন বলনি কেন ? তুমি আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ, তোমার জন্য আমি সব করতে প্রস্তুত। হায় ! আমি না বুঝে অকালে এই সোণার প্রতিমা জলে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়েছিলেম। ধিক্ আমাকে ! আমি আজ প্রতিজ্ঞা করছি যে তোমার অমতে কারো হস্তে তোমাকে সমর্পণ করব না।

আর মাধুরী! তুমি যে আমার কি উপকার করেছ তা আমি বলতে অক্ষম। তুমি বলেছিলে তোমার পিতা মাতা নাই, আজ হ'তে আমি তোমার পিতা, তুমি আমার কন্যা। আজ হতে স্বচ্ছন্দে এখানে বাস কর। তোমার এই ভগ্নীকে তোমায় সমর্পণ করলেম, দুজনে একসঙ্গে কালযাপন কর।

মন্দা। পিতঃ! আপনার এ তনয়ার প্রতি এত স্নেহ তা জানতেম না। আমার আর একটী অনুরোধ যদি রক্ষা করেন তাহ'লে এ দুঃখিনী মাতৃহীনা চির-কালের জন্য সুখী ও নিরুদ্বেগ হ'তে পারে এবং এই রোগজনিত কষ্ট এককালের জন্য বিস্মৃত হয়। রাজন্! আমার এই অনুরোধ রাখবেন বলুন?

রাজা। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। তুমি নিঃসঙ্কোচে তোমার হৃদয়-ভাব ব্যক্ত কর। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে তুমি যা বলবে আমি তাতেই সম্মত হব।

মন্দা। জানেন আমি বাল্যকাল হ'তে বিদ্যা-বুদ্ধির ও যুদ্ধ-কৌশলের পক্ষপাতী; এ হেতু নিবেদন, আমাকে কোন মূর্খ কাপুরুষ ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করবেন না। আমি দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব ও রণ-কৌশল পরীক্ষা করব, যে তার প্রকৃত উত্তর দানে কৃতকার্য্য হবে, আমি তাকেই পতিত্বে বরণ করব। আর যদি যথার্থ উত্তর দিতে না পারে ও অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ না হয় তবে আপনার আজ্ঞায় তার শিরশ্ছেদন করা হবে।

রাজা। বৎসে, এ অতি ভয়ানক প্রতিজ্ঞা। এ হ'তে নিবৃত্ত হও, অন্য কোন ব্যবস্থা স্থির কর।

মন্দা। না মহারাজ, তা হবেনা। যে মূর্খ নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধির সীমা না জেনে এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হয়, তার মরণই মঙ্গল, তার এ পৃথিবীতে না থাকাই উচিত। আপনার পায়ে ধরি, মিনতি করি—এ বিষয়ের অনুমোদন করুন।

রাজা। আচ্ছা তাই হবে। অদ্যই সমস্ত দেশে এই আদেশ প্রচারিত হবে।

[প্রস্থান।

মাধুরী। আর কেন প্রিয়সখি, আর অধোমুখে কেন? তোমার প্রতিজ্ঞা ত পূর্ণ হয়েছে, আর ম্রিয়মান কিজন্য? সখীগণ, তোমাদের রাজকন্যা আরোগ্য হয়েছেন তোমরা একটু আমোদ প্রমোদ কর।

সখীগণ। (গীত)

এস সবে সখী মিলি গাইব হরষে।
অকলঙ্ক শশাঙ্কেরে হেরিয়ে আকাশে॥
সরস বসন্ত আবার আসিবে,
মলয় সুশান্ত আবার বহিবে,
পিকপুঞ্জ পুনঃ গুঞ্জিবে ঘন ঘন,
রোগশূন্য হেরি' সখী মাতিব উল্লাসে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুটীর-সম্মুখ।

(ভিখারিণী বালিকাগণের প্রবেশ)

(গীত)

সকলে।— পেটের দায়ে, ভিক্ষা চেয়ে, ঘুরে বেড়াই ঘরে ঘরে।
নির্দ্দয় মানুষ, সবাই বেহুঁস, মোদের পানে চায়না ফিরে॥
প্রথমা।— দুদিন পেটে যায়নি অন্ন,
দ্বিতীয়া।— শরীর আমার অবসন্ন,
উভয়ে।— এবার বুঝি যাই উচ্ছন্ন, চরণ মোদের বইতে নারে।
তৃতীয়া।— মা আমার থাকত যদি,
চতুর্থী।— বেঁচে থাকলে আমার দিদি,
উভয়ে।— এমন করে কেঁদে কেঁদে বেড়াতাম না সহর ঘুরে॥

(জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। যা যা, পালা—এখন দিক্ করিসনি।

[ভিখারিণী বালিকাগণের প্রস্থান।

বাপরে! এমন প্রতিজ্ঞা ত কখন শুনিনি! বিয়ে করতে এসে মুণ্ডটী পাদপদ্মে দিয়ে যেতে হবে? পোড়া কপাল এমন বিয়ের! ওমা! আমি মনে করেছিলেম যে এমন সখের বিয়েতে কেউ সম্মত হবেনা—ও বাবা!—একি, সাতদিন যেতে না যেতে গণ্ডা গণ্ডা রাজপুত্রের মুণ্ডপাত হয়ে গেল! ও রাজকন্যা নিশ্চয়ই কোন রাক্ষসী, মানুষের

রূপ ধরে এসেছে, তা না হ'লে মেয়েমানুষে কি যুদ্ধ করে? না জানি কত রক্ত খেয়ে তার পেট ভরবে। আহাহা! বাছারা সব রূপে মুগ্ধ হ'য়ে ফড়িংএর মত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরছে। রাজার ছেলেগুলো বড় আহাম্মক, নইলে এ পৃথিবীতে এত সুন্দরী থাকতে রাক্ষসীর কুহকে পড়ে প্রাণ হারাবে কেন? আহা ঐ একজন কে আসছে—কি সুন্দর রূপ! এও বোধ হয় কোন রাজার পুত্র হবে। যাহ'ক, যখন আমার কাছে আসছে তখন কিছুতেই আমি ওকে সেই রাক্ষসীর ফাঁদে পড়তে দেবনা।

(বিজয়সিংহের প্রবেশ)

আপনি কে মশাই? আপনার বেশভূষা দেখে রাজপুত্র বলে বোধ হচ্ছে। এ দুখিনীর কুটীরে কিজন্য এসেছেন?

বিজয়। আমি রাজপুত্র নই, একজন বণিকপুত্র, দেশভ্রমণ উপলক্ষে এখানে এসেছি। এ দেশের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি কিছুই আমার জানা নাই, পথ ঘাটও জানিনা। আপনাকে মাতৃ সম্বোধন করছি, আজকের মত এখানে একটু আশ্রয় দিন। রাত্রি প্রভাত হ'লে আমি অন্যত্র গমন করব।

বৃদ্ধা। আহা কি মিষ্টি কথা! উপরও যেমন, ভিতরও তেমনি। বাবা, তুমি চিরজীবী হও, এ বাড়ী তোমারই মনে কর। এক রাত্রির জন্য কেন, যতদিন

তোমার ইচ্ছা এইখানে থাক। আমি বিধবা, ছেলে পিলে নাই; যথাসাধ্য তোমার সেবা করব।

বিজয়। মা! আমি তোমার কথায় যে কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম তা আর কি বলব। এমন যত্ন আমি কোথাও পাইনি, এত আদর আমায় কেউ করেনি। যতদিন এই নগরে থাকব, এই আমার আবাস স্থান হবে। জগদীশ্বর! ধন্য তোমার মহিমা! তোমার নাম করে যেখানেই যাওয়া যায়, সেইখানেই তোমার করুণা-বলে বিপদাপদ তিরোহিত হয়। প্রান্তরে, পর্ব্বতে, সমুদ্রে, অরণ্যে—সকল স্থানেই তোমার করুণাকণা বিস্তৃত রয়েছে। আমি সৌভাগ্যবলে আজ এই আশ্রয় না পেলে হয় ত কোন প্রবঞ্চকের হস্তে পতিত হয়ে সর্ব্বস্বান্ত ও প্রাণে বিনষ্ট হতেম।

বৃদ্ধা। এখানে সে সব ভয় নাই বাবা। সিন্ধু-রাজার প্রতাপে বাঘে হরিণে এক ঘাটে জল খায়। আমা-দের রাজা পরম দয়ালু। তাঁর রাজ্যের মধ্যে কোন অবিচার নাই, কারো কোন দুঃখ নাই; কিন্তু একটী কার্য্যের জন্য রাজা প্রজা সকলেই অসুখী।

বিজয়। যিনি সিন্ধুরাজ্যের অধীশ্বর, এ হেন প্রজা-রঞ্জক, দয়ালু ও ধর্ম্মভীরু, তাঁর আবার অসুখ কি? জগদীশ্বর কি তাঁকে কোন কঠিন পীড়াগ্রস্ত করেছেন, না তিনি কোন শোক প্রাপ্ত হয়েছেন?

বৃদ্ধা। শোকই বল আর অসুখই বল, দুঃখের কারণ তাঁর কন্যা। রাজার স্ত্রী নাই পুত্র নাই, কেবল একটীমাত্র কন্যা—পরম রূপবতী ও গুণবতী। একাধারে যেন লক্ষ্মী সরস্বতী! রাজা ভূপাল-রাজকুমারের সহিত তার বিবাহ স্থির করেন, কিন্তু কন্যার তা মনোমত হয়নি। তিনি একেবারে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে শয্যাশায়ী হলেন। চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টা করলেন কিছুই করতে পারলেন না। অবশেষে রাজা কোন গতিকে অসুখের কারণ জানতে পেরে এই সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলেন, রাজকন্যাও আরোগ্য হলেন। কিন্তু রাজকন্যা প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যে তাঁর সহিত বিচারে জয়ী হবে তাকে বিবাহ করবেন, আর হারলে তার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা হবে। সেই থেকে কত রাজা রাজপুত্র এল, কিন্তু কেউ সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেনা। রাজকুমারদের রক্তে সিন্ধুরাজ্য ভেসে যাচ্ছে, আর রাজা এই নিষ্ঠুর ব্যাপারে অতি দুঃখে কালযাপন করছেন।

(নেপথ্যে কোলাহল ও বাদ্যধ্বনি)

বিজয়। ও কি ও! দূরে ও কোলাহল কিসের?

বৃদ্ধা। বোধ হয় আবার কোন হতভাগা রাজপুত্র প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় যমের বাড়ী যেতে অগ্রসর হচ্ছেন।

বিজয়। আচ্ছা আমি শীঘ্রই আসছি, দেখে আসি কোন্ হতভাগ্য বধ্যভূমিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করতে যাচ্ছে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বধ্যভূমির নিকটস্থ পথ।

(জনৈক ভিখারীর প্রবেশ)

ভিখারী। (গীত)

দয়াময়! তব চরণে ধরি।
ঘুরি ভব ঘোরে, দারুণ আঁধারে,
সুপথ কুপথ চিনিতে না পারি ॥
কর আলো দান, করুণা-নিদান,
(আমি) অজ্ঞান মানব, বিহীন বৈভব,
কিরূপে তোমার পাব পদতরী ॥

(বিজয়সিংহের প্রবেশ)

বিজয়। ওহে এই পথে কি বধ্যভূমিতে যাওয়া যায়?

ভিখারী। হাঁ, দেখতে পাচ্ছনা? ঐ যে স্বর্গের দোর দেখা যাচ্ছে। তুমি দরজা খুঁজছ কেন বাবা? তোমারও ঘুনিয়ে এসেছে নাকি? তা এত খুঁজে সে জায়গায় যেতে হবে কেন? সটান রাজবাড়ীতে যাও, গিয়ে রাজকন্যার প্রশ্নের বিচার কর, তাহ'লেই মহা সমারোহে মহাশয়কে যথাস্থানে নিয়ে যাবে।

বিজয়। তা রাগ করছ কেন বাপু! আমি এ সহরে নূতন এসেছি তাই পথ ঘাট অবগত নই।

ভিখারী। সেইজন্যই ত তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। এ স্থান হ'তে প্রস্থান কর, এ সবের ভেতর যেওনা। আবার কোথেকে যদি তোমারও সখ চেপে যায় তাহ'লেই চিত্তির! যাও, বিদেশী লোক—রাত হয়েছে, ঘুমোওগে—বধ্যভূমিতে গিয়ে কি করবে?

[প্রস্থান।

বিজয়। লোকটা বাতুল বোধ হয়। এই যে ওরা সব এইদিকেই আসছে।

(রণধীরসিংহ, সিন্ধুরাজমন্ত্রী প্রভৃতির প্রবেশ)

বিজয়। একে? এযে সেই রণধীরসিংহ!

সিন্ধু-মন্ত্রী। অভাগ্য যুবক! তুমি আপনার বুদ্ধির দোষে এক উন্মাদিনীর প্রেমপিপাসায় উন্মত্ত হ'য়ে এই তরুণ বয়সে বধমঞ্চে অমূল্য জীবন উৎসর্গ করলে। তোমার এই অকাল মৃত্যুর জন্য সিন্ধুরাজ বা সিন্ধুবাসী দোষী নয়।

রণধীর। মহাশয়! নহে দোষী সিন্ধু-নরপতি,
কোন দোষে নহে দোষী সিন্ধুবাসীগণ।
অগ্নিশিখা দেখি' যথা পতঙ্গনিচয়
ঝাঁপ দিয়া পুড়ি' মরে অনল মাঝারে
স্বইচ্ছায়, সেইমত মরিতেছি আমি

মন্দাকিনী-রূপরাশি-অগ্নিশিখা-মাঝে।
কায়মনোবাক্যে আমি যাচি ভগবানে
কণামাত্র পাপ নাহি স্পর্শে সিন্ধুরাজে।
আশার ছলনে মজি' লভিনু কি ফল?
প্রাণ দিনু প্রবাসেতে বধমঞ্চোপরি!
কোথা রৈল জন্মভূমি প্রিয় বন্ধুজন—
কোথা রৈল সিংহাসন আত্মীয় স্বজন—
অসহায় অকালেতে দিনু বিসর্জ্জন—
সোণার জীবন-তরী সাগরের নীরে!
কামমদে মত্ত হয়ে উপেক্ষিনু যত
মিত্রগণে—ঠেলিলাম বচন সবার—
উপযুক্ত ফল তার লভিনু অচিরে—
মরিলাম অকালেতে শীতল শোণিতে!
কামমদে মত্ত সদা যেজন দুর্ম্মতি,
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে।
কে ওই? বিজয়! দেখিছ কি দশা মম?
বৈর-নির্য্যাতন তরে এসেছ এখানে?
মিটিয়াছে সাধ তব বিনা পরিশ্রমে।
প্রতিজ্ঞা করেছ তুমি মারিবে আমারে
মম সনে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে জয়লাভ করি'—
কিন্তু মম ভাগ্যদোষে সে সাধে বিষাদ
তব হ'ল সংঘটন। মরিতাম যদি

আমি সম্মুখ সমরে অস্ত্র হাতে করি'
সগৌরবে ত্যজিতাম এই কলেবর।
কপটী যেমন আমি, বিধির বিধানে
মৃত্যু হ'ল আজি মম ঘাতকের করে।
যদি কভু যাও ফিরি' বিজয়নগরে,
কহিও আত্মীয়গণে এসব বারতা।
রাজ্যচ্যুত করিয়াছি তোমার জনকে,
সেই পাপে এই দণ্ডে দণ্ডিলা বিধাতা।
এই লহ বিষপূর্ণ সুন্দর কুসুম
কালফণি বসে সদা যাহার কোরকে—
এই ফণী প্রলোভিয়া আনিয়া আমারে
বধিয়াছে অবশেষে নির্দ্দয় দংশনে।

(ছবি নিক্ষেপ)

ভগবান্! দয়াসিন্ধু! অগতির গতি!
তোমারে ভুলিয়াছিনু নশ্বর প্রমোদে,
কালপূর্ণ এবে—তাই যাচি ও চরণে
ক্ষমা কর জগদীশ এ দীন কিঙ্করে!
মন্ত্রিবর, চল লয়ে বধযোগ্য স্থানে,
জনমের মত দেহ বিদায় আমারে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বৃদ্ধার কুটীর।

(বিজয়সিংহ শয্যায় শয়ান।)

বিজয়। স্বষ্টি স্থিতি লয় হয় যাঁহার ইচ্ছায়,
অনাদি অনন্ত যিনি তাঁর এই রীতি
কি বুঝিবে লীলা তাঁর অজ্ঞান মানব—
বিধিলিপি দেবতারা বুঝিতে অক্ষম।
যেই যমদণ্ড নামে বিপুল জগত,
যাহার প্রহারে ক্ষয় অক্ষয় অমর,
সর্ব্ব-অন্তকারী যম যাহার প্রভাবে—
ধর্ম্মনিষ্ঠ জনে নাহি শক্তি পরশিতে।
গিরিশৃঙ্গ উড়ে যেই প্রভঞ্জন-বলে,
তরুরাজি ভগ্ন যার ভীষণ নিঃশ্বাসে—
মৃদু মন্দ বহে দেখ বসন্তের কালে,
মলয় মারুত বলি' আদরে মানবে।
যেই জলস্রোত বহে গভীর নির্ঘোষে
সু-উচ্চ পর্ব্বত হ'তে পড়ে ভূমিতলে
শিলাখণ্ড তরুরাজি ঠেলি' অবহেলে—
কুলুরবে বহে মন্দ সমতল ভূমে।
প্রকৃতির গতি দেখি হয় অনুভব
এ জগত মাঝে সাজে যা কিছু যেখানে,

তেমতি করিয়ে বিধি রাখেন সেস্থানে !
পুণ্যবান্ লভে সুখ দুঃখ লভে পাপী !
নিজ নিজ কর্ম্মফল ভুঞ্জে ভবে নরে।
চিরদিন পাপাচারী রণধীর রাজ
তেঁই শেষ হেন দশা ঘটিল তাহার।
মদ্যপায়ী মিথ্যাবাদী লম্পট যেজন
রাজাদেশে দণ্ড তার হয় বিধিমতে।
প্রজা যদি হয় দোষী দণ্ড দেন রাজা,
রাজা যদি করে দোষ দণ্ড দেন বিধি ;
সে বিধি লঙ্ঘিতে শক্ত নহে কোন জন।

(শয্যায় শয়ন)

আহা মরি কেবা নারী বসি' রত্নাসনে
কৌস্তুভ রতন যথা সুবর্ণে মণ্ডিত,
বিমোহিছে প্রাণ মন রূপের ছটায়—
কেবা আছে হেন জন এ তিন ভুবনে
যে পারে ফিরাতে আঁখি হেরি' ও বদন।

(নিদ্রাভঙ্গ)

কিবা রূপ নিদ্রা-ঘোরে দেখিনু স্বপনে,
চিত্রিত সে মূর্ত্তি মম হৃদয়-কন্দরে—
মন্দাকিনী প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত যেমতি
সুবর্ণ মণ্ডিত এই সুনির্ম্মিত পটে।

(চিত্র দেখিয়া)

একি দেখি! এই তার প্রতিমূর্ত্তি? যারে
দেখিনু স্বপনে এই কি সে মন্দাকিনী—
যার রূপে আনিতেছে চুম্বক সমান
আকর্ষিয়া শত শত রাজপুত্রগণে?
কোন দোষে নহে দোষী রাজসুতগণ,
দেবে যদি দেখে হেন রূপের মাধুরী
মজিবে তখনি, তুচ্ছ মানব কি ছার।
ধিক্! কিবা ভাবিতেছি বাতুল সমান।
রাজ্যহারা—বিতাড়িত জন্মভূমি হ'তে—
বৃদ্ধ পিতামাতা যার পরান্নে পালিত—
সুন্দরী রমণী তার কিবা প্রয়োজন?
তার চেয়ে যাব আমি সিন্ধু-রাজ পাশে,
মন্দাকিনী বিনিময়ে যাচিব তাঁহারে
পদাতিক একলক্ষ। সহায়ে তাদের
পিতৃরাজ্য জন্মভূমি করিব উদ্ধার।
কেবা আছে হেন শক্তিমান্, যে নিবারে
বিজয়-চালিত সিন্ধুরাজ-অনীকিনী।
যা থাকে অদৃষ্টে মোর, যা করেন বিধি,
ভবিষ্যৎ ভাগ্য মম দেখিব বিচারি'
রমণী ললাম সেই মন্দাকিনী সনে।

(বৃদ্ধার প্রবেশ ও ছবি কাড়িয়া লওন)

বৃদ্ধা। এই ত সেই মন্দাকিনীর ছবি! এ ছবি তুমি কোথা পেলে?

বিজয়। যে রাজপুত্র গত রজনীতে ঘাতক হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করেছেন, এ ছবি তাঁর নিকট হ'তে পেয়েছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি স্বচক্ষে মন্দাকিনীকে দেখেছ? সত্য সত্যই এই কি মন্দাকিনীর রূপ, না চিত্রকরেরা অতিরঞ্জিত করে চিত্রিত করেছে?

বৃদ্ধা। হাঁ, আমি স্বচক্ষে দর্শন করেছি। সে রূপের শতাংশের এক অংশও চিত্রিত হয়নি, আগুনের শিখা যেমন চিত্র করা যায়না, করলেও যেমন আলো প্রদান করেনা, এ ছবিও সেইরূপ হয়েছে। সে যে রাক্ষসী, এরূপ রূপবতী হয়েই ত রাজপুত্রগণের প্রাণনাশ করছে। তুমি কখনও সে রাক্ষসীর আশা ক'রনা।

বিজয়। তুমি এ বিষয়ে আমাকে বাধা দিওনা, আমি যে সংকল্প করেছি তাতে কিছুতেই বিরত হবনা।

বৃদ্ধা। বাছা, তুমি কি পাগল হয়েছ? সে রাক্ষসীর প্রশ্নের কি অর্থ আছে? তার মানে থাকলে কি একজনও তার উত্তর করতে পারেনা?

বিজয়। আমার বোধ হয় ঈশ্বরের কৃপায় আমি নিশ্চয়ই জয়লাভ ক'রব।

বৃদ্ধা। বাছা, এ কথা আর মুখে এননা। আমি

তোমায় ছেলের মত ভালবাসি, আমার কথা ঠেলনা, আমি কিছুতেই তোমায় সেই কালসাপিনীর কাছে যেতে দেবনা।

বিজয়। মা তোমার কোন ভয় নাই, আমি নিশ্চয়ই জয়লাভ ক'রব। আমাকে ক্ষমা কর, এই একটী বিষয়ে তোমার অবাধ্য হলেম। তোমার পায়ে ধরি আমায় মার্জ্জনা কর। তোমার কোন ভয় নাই, আমি শীঘ্রই ফিরে আসব।

[প্রস্থান।

বৃদ্ধা। হা অদৃষ্ট! দুদিনের জন্য ভালবাসা, তাও সইল না?

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

সিন্ধু-রাজসভা।

(রাজা, মন্ত্রী ও পারিষদগণ আসীন)

রাজা। দেখ মন্ত্রি! কেবা যুবা আসিছে হেথায়,
রতিপতি লজ্জা পায় হেরি' ও মাধুরী।
তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্বর্ণকান্তি প্রশস্ত ললাট,
রাজার তনয় বলি' হয় অনুভব।

(বিজয়সিংহের প্রবেশ)

কহ বৎস! কোথা হতে কাহার নন্দন
আসিয়াছ মম পাশে কিসের কারণ?

বিজয়। প্রণিপাত করি পায় ওহে নররায়!
কিবা দিব পরিচয়—রাজার তনয়
আসিয়াছি তব কাছে ভিক্ষার কারণ।
কপট সমরে মিলি' কপটী সকলে
কাড়িয়া লয়েছে রাজ্য ধন রত্ন মম,
এই হেতু যাচি পদে কর অঙ্গীকার—
বিচারে যদ্যপি জিনি তব তনয়ারে,
সৈন্যবল দিবে মোরে কন্যা বিনিময়ে,
হারি যদি দিব প্রাণ ঘাতকের করে।

রাজা। বিচারে যদ্যপি জিন তনয়ারে মোর,
সহায় হইব রণে এ নহে অধিক—
রাজ্যহারা নাহি রবে সিন্ধুর জামাতা।
কিন্তু বৎস! সাধি তোমা ত্যজ' হেন আশা।
নাহি জান দয়াহীনা তনয়া আমার,
পিশাচিনী সম তার কঠিন আচার।
কলঙ্কিত সিন্ধুরাজ্য তাহার কারণ,
কলুষিত বসুমতী রুধির-প্রপাতে,
অবশ রসনা মম দণ্ড আজ্ঞাদানে,
আর নাহি কর মোরে কলঙ্কের ভাগী;

আকুল পরাণ মম কাঁদে দিবানিশি—
বিজ্ঞ তুমি, কেন ভোল আশার ছলনে ?

বিজয়। (স্বগতঃ) অতি উচ্চ অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ মাঝে,
বহু নিম্নে ঘোর নাদে বহে স্রোতস্বতী ;
এক শৃঙ্গ'পরি আমি রয়েছি দাঁড়ায়ে,
দেখিতেছি অন্য শৃঙ্গে অমূল্য রতন।
পারি যদি লঙ্ঘিবারে, পাইব সে ধন—
অন্যথায় যাব ডুবে চির অন্ধকারে।
আরে আশা কুহকিনী ধন্য তোর খেলা !
জাগ্রতে স্বপন তুই দেখাস্ রঙ্গিণী।
দরিদ্র যেজন ভিক্ষা মাগে দ্বারে দ্বারে,
ধনভোগ করে সেই তোর ছলে ভুলি' ;
অকূল সমুদ্র মাঝে পতিত যেজন,
তীর লাভ হবে বলি' সেও আশা করে।
নভস্পর্শী পর্ব্বতের উচ্চ চূড়া হ'তে
সুদূর পাতাল ভূমে পতিত যেজন,
বাঁচিবার আশে সেও ধরে গুল্মলতা।
রোগ-ক্লিষ্ট স্থির-দৃষ্টি মৃত্যুশয্যাশায়ী,
বাঁচিতে বাসনা তার তোমার কুহকে।
ভবিষ্যৎ অন্ধকারে তোর দীপ জ্বলে,
এ কুহক পাইলি লো কোন্ দেব-বরে ?
স্বইচ্ছায় আগুয়ান হয়েছি যে কাজে,

ভীরু সম পরাঙ্মুখ হইব কেমনে ?
প্রাণভয়ে ছাড়ি যদি কল্পনা এখন,
হাস্যাস্পদ হব আমি সভার মাঝারে।
(প্রকাশ্যে) বহু চিন্তা করি' মনে করিলাম স্থির,
বিচার করিব আমি রাজকন্যা সনে ;
তাহে যদি পরাভব হয় আজি মম
বধমঞ্চে দিব প্রাণ ঘাতকের করে।

রাজা। মন্ত্রি! মন্দাকিনীকে লয়ে এস।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

বিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কি ঔষধির গুণাগুণ বুঝতে সক্ষম হয় ? যুবক ! আমার কোন দোষ নাই, আমি যথাসাধ্য তোমায় এই পথ হতে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করেছি।

বিজয়। হে মাতঃ ভারতি ! আজি দয়া কর দাসে
এ বিপদে এস মম মানস-আসনে,
মুকুলিত আশা-কলি হৃদয়-কাননে,
মুকুলে বিনাশ তারে ক'রোনা জননি !

(মন্দাকিনী, সখীগণ ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। রাজপুত্রি ! এই যুবক আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ও শস্ত্রবিদ্যার পরীক্ষাদানে ইচ্ছুক হয়ে এইস্থানে এসেছেন। আপনার যাহা অভিরুচি জিজ্ঞাসা করুন।

মন্দা। যুবক! আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিন।

(পট পরিবর্ত্তন)

[গোলোকাকারে পৃথিবী—উভয় পার্শ্বে দিবা ও নিশা]

দিবা।— (গীত)

(আমি) যে দিকে ফিরাই আঁখি, হেসে উঠে দশদিক।
বেঁচে উঠে মরা-ধরা, ডেকে উঠে শতপিক॥
সাগরে লহর তুলি, নগরেতে হুলাহুলি,
বিজনে বিজলী খেলি, সুজনেরে রাখি ঠিক॥

নিশা।— (গীত)

(আমি) আঁধারে আনাই, করি' আলোকে বিদায়-দান।
শ্রান্তজনে শান্তিদানে তুষি তার দেহ-প্রাণ॥
দিবাকর খরকরে, নিভে যায় মোর ডরে,
ধরা-ভরা কোলাহল আমা হেতু অবসান॥

বিজয়। অসিত-বসনা "নিশা", "দিবা" শুভ্রবাসা—
"ধরিত্রী" গোলোকরূপে মধ্যে বিরাজিতা।

সভাসদ্‌গণ। ধন্য যুবক! ধন্য যুবক! এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রখরতা এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়নি।

মন্দা। আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন।

(পট পরিবর্ত্তন)

[কালচক্র ঘূর্ণমানা—উভয় পার্শ্বে সুখ ও দুঃখ]

(দ্বৈত-গীত)

সুখ।— যেখানে যেজন আছে, আমার নামে সবাই হাসে।
ভুবন ভরা জীবন ধরা আমায় শুধু পাবার আশে॥

দুঃখ।— থাম্‌লো থাম্ অবিশ্বাসী,
হাসিতে পরাস্ ফাঁসি,
তোর ছলনে যেজন ভোলে, কেঁদে বেড়ায় হা হুতাশে॥
সুখ।— আমি আসন পাতি সবার বুকে,
আদর আমার সবার মুখে ;—
দুঃখ।— আমার জোরে তোর বসতি,
নইলে তোর কি হ'ত গতি,
শোধন করি রোদন-ধারায় মন বাঁধা যার তোরই পাশে॥

বিজয়। প্রফুল্ল কমল তুল্য ফুল্ল মুখ-রাগ
"সুখ"-রাণী সুহাসিনী আনন্দে বিহরে,
বিষাদিনী "দুঃখ"-ধনী ব্যথিত হৃদয়
কালচক্রফেরে দোঁহে ফিরে অবিরাম।

১ম সভা। এতদিনে সব দুঃখ মিটল, এতদিনে রাজকন্যার উপযুক্ত বর মিলল।

রাজা। যুবক! আমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হলেম। তুমি আজ আমাকে এক মহৎ দায় হ'তে মুক্ত করলে। মন্দাকিনি! তুমি বিদ্যাবুদ্ধিতে পরাজিত হয়েছ, এখন এই যুবকের অস্ত্র-কৌশল পরীক্ষা কর।

মন্দা। না মহারাজ, আমার আরও প্রশ্ন আছে।

রাজা। এ অতি অন্যায়, দুইটী প্রশ্নই তোমার জিজ্ঞাস্য, আর কেন?

বিজয়। রাজন্! মন্দাকিনী আমার নিকট পরাস্ত হলেন, এখন আমি একটী প্রশ্ন ওঁকে জিজ্ঞাসা করি।

যদি তার যথার্থ উত্তর দিতে পারেন তাহ'লে আমি তাঁকে ত্যাগ করে এ রাজ্য হ'তে চলে যাব। আর যদি না পারেন তবে আমাকে বিবাহ করতে হবে।

মন্দা। আচ্ছা তাই হবে, আপনি প্রশ্ন বলুন।

বিজয়। বল দেখি রাজবালা জিজ্ঞাসি তোমারে
কেবা সেই রাজপুত্র কিবা নাম ধরে।
ভিক্ষায় রাখিল প্রাণ ভুঞ্জি' বহু ক্লেশ
দুখনিশি তার বুঝি এবে অবশেষ।

মন্দা। আমাকে একদিন সময় দিন।

বিজয়। বেশ, তাতে আপত্তি নাই।

রাজা। অদ্যকার সভা এই পর্য্যন্ত। কল্য প্রাতঃ-কালে ক্রীড়াকাননে এই যুবকের অস্ত্র-কৌশল পরীক্ষা হবে ও তার প্রশ্নের উত্তরও মীমাংসিত হবে।

[রাজা প্রভৃতির প্রস্থান।

সখীগণ। (গীত)

আজ ঘুচল সকল জ্বালা।
আন্ সখি আন্ ফুলের মালা, আন্‌লো বরণডালা॥
ফুটেছে ফুলের কলি, জুটেছে রসিক অলি,
টুটেছে গুমোর লো তোর, শোন্‌লো রাজবালা॥
জিনেছে সমর ঘোরে, বেঁধেছে প্রেমের ডোরে,
কেটেছে দুখের নিশি, এবার সুখের পালা॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

(মাধুরী)

মাধুরী। এই ত সময়, এই ত অবসর—এই ত আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবার সুযোগ! এতকাল যে আশার আশে জীবন ধারণ করে আছি, এতদিনে বিধি কি তা পূর্ণ করবার পথ প্রদর্শন করলেন? রাজকুমার! হৃদয়সর্ব্বস্ব বিজয়! তুমি মনে করছ এদেশে তোমার পরিচিত কেহ নাই, কিন্তু একজন আছে যে তোমাকে এ জীবন থাকতে ভুলতে পারবেনা—যার প্রাণের আকর্ষণে তুমি এই সুদূর সিন্ধুরাজ্যে এসেছ। আমি যদি এখন রাজকন্যাকে তোমার পরিচয় বলে দিই, তাহ'লে তুমি তাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হবে, তার পরিবর্ত্তে এই চির-হতভাগিনী দাসীকে সঙ্গে নিও। দেখবে, এ হৃদয়ে কত প্রেম কত ভালবাসা আছে। এই কুপথ-অবলম্বিনী কত যত্ন কত সেবা করতে জানে। বিজয়! একবার আমার দিকে চাও, এই হৃদয়ের চির-প্রজ্জ্বলিত বহ্নি নির্ব্বাপিত

করে দাও। আমার এই পাপজীবন সার্থক কর, আমার একটীমাত্র ভিক্ষা পূর্ণ কর।

(গীত)

মিটাও মনের সাধ প্রাণপতি হৃদয়েশ !
কৃপণতা কেন কর বিতর হে কৃপা-লেশ॥
আশা-মালা গাঁথি' মনে,
বসে আছি শূন্য প্রাণে,
শুকায়ে ঝরেছে ফুল—ডুরিটুকু অবশেষ॥

অ্যাঁ আমি কি করছি ? আমি কি পাগল হলেম ? ঐ না রাজকুমারী এইদিকে আসছেন ? যাই, আগে তাঁর মনের ভাব না জেনে আমার মনের কথা ব্যক্ত করবনা।

(অন্তরালে অবস্থান)

(মন্দাকিনীর প্রবেশ)

মন্দা। এতদিনে চূর্ণ মম বিদ্যা-অহঙ্কার !
এতদিনে পরাজিত হইনু সমরে !
বিদ্যাবান্ রাজবৃন্দে জিনিনু বিচারে,
অকারণে যমপুরে পাঠানু সকলে,
লভিতে কি এই পরিণাম ? অবশেষে
হারিনু যাহার কাছে—কেহ নাহি জানে,
নাহি পারে বলিবারে কি নাম তাহার।
ধিক্ মোর বিদ্যাগর্ব্বে, এ জীবনে ধিক্ !
পুরুষ হইল জয়ী রমণী-সমরে ?

অতিশয় সুচতুর হয় এই যুবা,
প্রশ্নছলে জিজ্ঞাসিল নিজ পরিচয়।
কুলবালা পুরবাসী—কেমনে জানিব
তার পরিচয়, হেথা কে মোরে কহিবে ?

(গীত)

ঘুচেছে রমণী-মোহ, টুটেছে বিদ্যার বল।
হয়েছি যে হতমান—ছার প্রাণে কিবা ফল ॥
এসেছে রসিকবর,
কিবা নাম কোথা ঘর,
অবলা এ কুলবালা কেমনে জানিবে বল ॥

(মাধুরীর পুনঃ প্রবেশ)

মাধুরী।— কেন এত দিশেহারা,
মুছ সখি আঁখিধারা,
এনে দিব পরিচয় পাতিয়া কৌশল-ছল ॥

মাধুরী। তার তরে কেন সখি ভাব অকারণ ?
সহচরী আমি তব, ছলে কি কৌশলে
যুবকের পরিচয় এনে দিব তোরে
আজিকার নিশি নাহি অবসান হ'তে।
কিন্তু সখি, মনে মনে দেখহ বিচারি',
পরম সুন্দর যুবা, সুচতুর অতি—
সর্ব্বদিকে তব যোগ্য হয় মম মনে
বরমালা কেন নাহি দেহ তার গলে ?

মন্দা। সত্য বটে সর্ব্বগুণধর এই যুবা,
মিথ্যা নহে, দেখে হয় প্রণয় সঞ্চার ;
কিন্তু সখি, কহ দেখি, মাগি' পরাজয়
কিরূপে বিবাহ আমি করিব তাহারে ?
তার চেয়ে সহি' চির যৌবন-যাতনা
কুমারী হইয়ে আমি বঞ্চিব জীবন।

মাধুরী। ত্যজ খেদ প্রিয়সখি, করিনু শপথ —
অদ্য নিশা অবসানে কহিব তোমারে
কিবা নাম ধরে যুবা, কাহার নন্দন,
কোন্ হেতু আসিয়াছে এই সিন্ধুদেশে।
কিন্তু সখি, কহ মোরে কি দিবে আমারে
এ হেন দুরূহ কার্য্য করিলে সাধন ?

মন্দা। ধন রত্ন অশ্ব হস্তী যা চাহিবে তুমি
তাহাই তোমারে আমি করিব অর্পণ।
কি আর কহিব সখি, চিরদিন তরে
ঋণে বদ্ধ রহিলাম তোমার নিকট।
আসি সখি, মনে রেখো প্রতিজ্ঞা তোমার,
আসিব তোমার কাছে না পোহাতে যামী।

[প্রস্থান।

মাধুরী। হৃদয়! একটু স্থির হ'। আজ তোর পরীক্ষার দিন। যে অমূল্য নিধি পাবার আশে এই

সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিইছিলি, তা তোর অতি নিকট। যে অমৃত পান করবার নিমিত্ত তুই উন্মাদিনী, তা আজ তোর সম্মুখে। স্থির হ'—ব্যস্ত হয়ে অতি-যত্নে-সংগৃহীত বারি-পাত্র মৃত্তিকায় ফেলে দিস্‌নি। বিজয়! আমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবার উপক্রম হয়েছে। হয় আমি তোমাকে লাভ করব, নয় সিন্ধুরাজের সাহায্যে তোমার রাজ্য তোমাকে দিয়ে আমার হৃদয়ের বোঝা তোমার কাছে নাবিয়ে এ জীবন বিসর্জ্জন দেব। আমি জানি যে আমি যে পথের পথিক, তোমার ন্যায় ব্যক্তি সে পথে কখনই পদার্পণ করবেন না; কিন্তু বিজয়! সে কথা যে আমি মনে আনতে পারিনা, সে কথা আমি মনকে বোঝাতে পারবনা, সে আশা বিসর্জ্জন দিয়ে আমি একদিনও বাঁচব না! আমি কি সুখী হবনা? আমি কি চিরদুঃখী থাকব? কেন পরমেশ্বর! আমি কি পাপ করেছি? রাক্ষসীরূপিনী মাতার তাড়নায় যৌবনসুলভ চিত্তের চাঞ্চল্যে আমি কি এমন পাপ করেছি যার সীমা নাই—ক্ষমা নাই—প্রায়শ্চিত্ত নাই? ক্ষমা কর ক্ষমা কর, ক্ষমা কর করুণাময়! তোমার করুণাময় নামে কলঙ্ক দিওনা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজ-কক্ষ।

(শয্যাশায়িত বিজয়সিংহ)

বিজয়। মন্দাকিনীকে আমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি সে কখনই তার উত্তর দানে সক্ষম হবেনা। তাহ'লেই অন্য অন্য রাজগণ যে পুষ্পাচয়নে ফণিদংশিত হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন, ঈশ্বর অনুগ্রহে আমি সেই পুষ্প অনায়াসে প্রাপ্ত হব। ওকিও! কিসের শব্দ ?

(মাধুরীর প্রবেশ)

এ কে! সুন্দরি, তুমি কে ? এ রাত্রিকালে এখানে কেন ?

মাধুরী। আমি মন্দাকিনীর প্রধানা সখী, আমার নাম মাধুরী। আপনি অতি ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত হয়েছেন, আপনার উদ্ধারের জন্য আমি প্রহরীগণকে উৎকোচ দানে বশীভূত করে এখানে এসেছি, আপনি এইরাত্রেই এস্থান হ'তে পলায়ন করুন।

বিজয়। কেন! কি হয়েছে ?

মাধুরী। তবে শুনুন। নিষ্ঠুরা অহঙ্কৃতা মন্দাকিনী আপনার নিকট পরাস্ত হ'য়ে আপনাকে পতি ব'লে গ্রহণ করতে অবমানিতা বোধ করে। এজন্য সেই দুর্বৃত্তা কাল প্রত্যূষে আপনাকে হত্যা করবার নিমিত্ত একজন ঘাতক নিযুক্ত করেছেন। আপনি শীঘ্র পলায়ন করুন।

আমিও আপনার সঙ্গে গিয়ে দাসীত্ব হ'তে মুক্ত হই। বাহিরে দুটী সুসজ্জিত অশ্ব আছে, চলুন আমরা উভয়ে একত্রে এইরাত্রে দেশ ছেড়ে চলে যাই।

বিজয়। এই সুদূর প্রবাসে যে আপনার মত বন্ধু পেয়েছি আমার নিতান্ত শুভাদৃষ্ট। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনি যে এই অপরিচিত যুবকের জন্য এতদূর কষ্ট স্বীকার করেছেন এজন্য আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রইলেম। যদি কখন সময় পাই, দেখবেন আপনার এই স্নেহ নিতান্ত অপাত্রে অর্পিত হয়নি। আপনি আমার পরম হিতৈষিণী। আপনার নিকট গোপনে প্রয়োজন নাই, আমার পরিচয় শুনুন। আমি বিজয়-রাজপুত্র। আমি কখন পলায়ন করবনা। মন্দাকিনী হ'তে যদি আমি বিনষ্ট হই, তাতেও ক্ষতি নাই; আপনাকে অনুরোধ করছি আমাকে ক্ষমা করবেন। অকারণ আমার জন্য যে কষ্ট পেয়েছেন বিস্মৃত হ'ন। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি হয় আমার উদ্দেশ্য সাধন করব নয় প্রাণ বিসর্জ্জন দেব।

মাধুরী। যুবরাজ! এমন প্রতিজ্ঞা করবেন না। সে রাক্ষসীকে ভুলে যান। দেখুন, আমারও বিবাহ হয়নি, আমি রমণী হ'য়ে যাচ্ঞা করছি, চলুন আমরা দুজনে পালিয়ে গিয়ে জীবনের অবশিষ্টাংশ একত্রে পরম সুখে অতিবাহিত করব।

বিজয়। তা হবার নয়। যদি হ'ত, বড় সুখের হ'ত সন্দেহ নাই—কিন্তু অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি আর পেছ'বার উপায় নাই। আমায় আর অনুরোধ ক'রনা। কিন্তু তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ দিতে পারবনা। তুমি আমার জন্য যা করেছ এমন কখন কেউ করেনি; তুমি ঘরে যাও, আমাকে ভুলে যাও।

মাধুরী। (স্বগতঃ) বিজয়! তোমায় ভুলতে পারবনা। এ জীবনে পারবনা—মরে গেলেও পারব কি না জানিনা। পারবনা ব'লে দেশ ছেড়ে এসেছি—পারবনা ব'লে তোমায় রাজ্যচ্যুত করেছি—পারবনা বলে দাসীবৃত্তি করছি—পারবনা বলে আজ মরতে বসেছি। (প্রকাশ্যে) বিজয়! তোমার হাতে ধ'রে বলছি আমার কথা ঠেলনা। (হস্তধারণ)

বিজয়। ওকি, তুমি কাঁদছ? কেঁদনা। তোমার কোন ভয় নাই, আমি মরবনা। আমায় কেউ মারতে পারবেনা। আমি খুব সাবধানে থাকব, আমার নিকট অস্ত্র আছে, গুপ্তহন্তা কখনই আমাকে বধ করতে পারবেনা। ধৈর্য্য ধর, কাঁদছ কেন?

মাধুরী। কাঁদছি কেন শুনবে? শোন—যে এক-গাছি আশাসূত্রে আমার জীবন ঝুলছিল সেই সূত্র তুমি ছিঁড়ে দিচ্ছ, তাই কাঁদছি। যে বৃক্ষতল আশ্রয় করে দগ্ধপ্রাণ শীতল করব মনে করেছিলেম, সে বৃক্ষ মরীচিকায়

পরিণত হ'ল, তাই কাঁদছি। যে মেঘ দেখে জলের আশায় এতদিন চেয়েছিলেম তা কুয়াসায় পরিণত হ'ল, তাই কাঁদছি। আমার সব ফুরিয়ে গেল, তাই কাঁদছি। তুমি যখন আমায় গ্রহণ করলেনা, এই আমার শেষ কান্না। আর কাঁদবনা, তুমিও আর আমার কান্না দেখতে পাবেনা।

বিজয়। তুমি এ কথা আমায় আগে বলনি কেন? আমি এখন দারুণ কর্ত্তব্য সম্পাদনে নিয়োজিত। আমার বৃদ্ধ পিতামাতা পরের আশ্রিত। রাজা রাণী ভিক্ষান্নে পালিত। এখন আমার প্রাণ আমাতে নাই, এখন আমি কি করে তা তোমায় দেব? কিন্তু তুমি কেঁদনা, তোমায় আমি সহোদরার ন্যায় ভালবাসব, ভগ্নীর ন্যায় যত্ন করব, আমার জীবনপাত ক'রে তোমায় সুখী করবার চেষ্টা করব।

মাধুরী। আমায় ক্ষমা কর, ও সম্বোধন আমায় ক'রোনা।

বিজয়। ভগবন্! একি হ'ল? একি করলে? একি নিদারুণ পরীক্ষায় আমায় ফেল্লে? দয়াময়! বল দাও, এ দুর্ব্বল মনুষ্য হৃদয়ে বল দাও। ওঠ, আমাকে ক্ষমা কর, আমায় ভুলে যাও। তুমি যদি যথার্থ আমাকে ভালবাস, ও কথা আর মুখে এননা।

মাধুরী। [illegible] ফুরাল, আমার সব ফুরিয়ে গেল— তবে আ[illegible] কাজ কি? আছে—একটা কাজ

আছে। মন্দাকিনীকে বিজয়ের পরিচয় জানাব, তার বিনিময়ে তার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করব। এ জীবনের শেষ কার্য্য সাঙ্গ করব। তারপর—তারপর এ কলঙ্কিনীকে আর কেহ এ জগতে দেখতে পাবেনা। বিজয়! চল্লেম, এ জন্মে বোধ হয় আর দেখা হবেনা—এই শেষ! ঈশ্বরের চরণে এই ভিক্ষা যেন পরলোকে তোমাকে পাই। তুমি সুখে থাক, আমার কথা ভুলে যাও। এ হতভাগিনীর জন্য দুঃখ ক'রোনা। আমি যাই, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই।

[বেগে প্রস্থান।

বিজয়। যেও না, কোথা যাও, শোন। আমায় চিরদুঃখী করে যেওনা। আহা! অভাগিনী, কেন তোর এমন মতি হ'ল? কেন তুই আমাকে ভালবেসে ছিলি? ভগবন্! করুণা-নিদান! এ দুখিনীর সহায় হও, এর জ্বলন্ত হৃদয়ে শান্তিবারি প্রদান কর। আহা মাধুরী, আমার জন্য তোর এই দশা হ'ল!

নেপথ্যে বন্দীগণ।— (গীত)

ঐ দেখ যামিনী পোহায়।
কুমুদিনী অনাথিনী কেঁদে পতিপানে চায়॥
অরুণ উদিত দেখি, তারাদল মুদি' আঁখি,
নীলাচলে মুখ ঢাকি' গগনে লুকাতে যায়।
তা দেখি' চন্দ্রমা মরি লাজে ম্লানমুখী হায়॥

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

(মন্দাকিনী)

মন্দা। প্রভাত রজনী,
দিনমণি উদিছে গগনে।
নাহি জানি,
কেন সখী ফিরি' না আইল।
কি হেতু বিলম্ব তার নারিনু নির্ণিতে।
ঐ বুঝি আসিছে সজনী ?

(মাধুরীর প্রবেশ)

সখি !
পেয়েছ কি যুবকের কিছু পরিচয় ?
কি নাম তাহার,
বাস তার কোন্ দেশে ?

মাধুরী। রাজবালা !
না হও উতলা।
কার্য্য তব সিদ্ধি করি' আসিয়াছি আমি।
বিজয়নগর ধাম,
রাজার তনয়,
বিজয় তাহার নাম—
রাজ্যহারা,

হীনবল কপট সমরে।
এ মম মিনতি সখি তোমার সংহতি,
কর অঙ্গীকার,
করিবারে পিতৃরাজ্যোদ্ধার,
সিন্ধুপতি হবেন সহায়,
স্বরাজ্য পাইবে পুনঃ রাজার তনয়।

মন্দা। শুন সখি,
তব পাশে কহি সবিশেষ ;
যুবরাজ বিজয়েরে জিনিয়া সভাতে
বিবাহ করিব তারে করেছি মনন।
দেখ ভেবে মনে,
যত রাজাগণে আসিল হেথায়,
সবা' হতে শ্রেষ্ঠ এই যুবা।
আমিলো সজনি
মজিয়াছি হেরে সেই অপূর্ব্ব মাধুরী।
বরিব তাহারে আমি,
অঙ্গীকারে কিবা প্রয়োজন।
স্থির কর মন—
সিন্ধুপতি
নাহি দিবে নিজ জামাতারে
সহিতে দিনেক তরে রাজ্যহারা শোক ;
সাধি সখি,

এ সব বারতা,
নাহি কহ কারো কাছে।
বেলা হ'ল, যাই আমি রাজার সদনে।

[প্রস্থান।

মাধুরী। শূন্যময় হৃদয়-আগার—
আঁধার চৌদিক—
জীবনের দীপ মম হয়েছে নির্ব্বাণ !
ঘোর অমানিশা আসি' লয়েছে আশ্রয়।
উত্তাল-তরঙ্গ-ব্যাপ্ত অপার জলধি—
ঝঞ্ঝা বায়ু বহে যথা
ভীষণ নিঃস্বনে দিবানিশি—
শূন্য নয় মম হৃদি হ'তে।
দিগন্ত বিস্তৃত মরু—
অগ্নিকণা সম বালুরাশি
উড়িছে চৌদিকে যথা
অগ্নিময় বায়ুর তাড়নে—
শুষ্ক নহে মম প্রাণ হ'তে।
তুঙ্গ শৃঙ্গ পর্ব্বতের অন্তর-নিহিত
তমোময় দারুণ গহ্বর—
বসে যথা কালরূপী অজগর
আকৃতি ভীষণ,
উগারিছে কালকূট—

নহে ভয়ঙ্কর মম হৃদি হ'তে।
শূন্য মন, শুষ্ক প্রাণ, তাপিত জীবনে
মম নাহি প্রয়োজন।

বিজয়! তোমায় ভালবেসে আমার এই হ'ল, কলঙ্কিনী বলে আমার এই প্রায়শ্চিত্ত হ'ল? উঃ পাপের পরিণাম কি ভয়ানক! জ্বলে যাচ্ছে, দিন রাত পুড়ছে, তবু ছাই হ'লনা। মাথা ঘুরছে, আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনা।

(শয়ন)

(ক্ষণেক পরে) খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! যেমন চাঁদ ধরতে গিয়েছিলে তেমনি পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে গেল। পাথরে কামড়াতে গিয়ে কেমন বিষ-দাঁত ভেঙ্গে গেল! অমৃতে লোভ করে এখন পাতালে চল। ও বাবা—কত নাবিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? আর আমি যাবনা—আমায় ছেড়ে দে আমি বাড়ী যাই। অনেকক্ষণ এসেছি আবার মা বকবে, মারবে! এতক্ষণ আমার নাগর এসে বসে আছে, আমি না গেলে সে রাগ করে চলে যাবে। এই যাই, একটু দাঁড়াও। (অগ্রসর)

ওকে! বিজয়? ছিছি, তুমি এখানে কেন? এ যে নরক, এখানে কি দেবতাদের আসতে আছে? তোমার কি আমার কাছে আসতে আছে? আর এসনা—সরে যাও—আরো সরে যাও—আরো—আরো—আরো।

তবু কাছে আসছ? আমায় ধরবে? আমি পালাই, দেখি কেমন আমায় ধরতে পার।

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ক্রীড়া-কানন।

(যুদ্ধসজ্জায় মন্দাকিনী ও সখীগণ)

১ম সখী। মরি মরি কি মাধুরী
বীরসাজে ধরেছ সজনি,
নৃমুণ্ডমালিনী যথা অসুর-সমরে!
কি কব তোমারে
বিচলিত মন মম
যদিও রমণী আমি।
ও ভুজ-মৃণালে সখি
ধরিলে কলকে,
পলকে যুবকে তুমি জিনিবে আহবে
বৃদ্ধ ছার—
জ্ঞানহারা হবে—
হেন বেশে হেরিলে তোমারে:
এস সবে সখী মিলি' রণখেলা খেলি,
যদবধি সিন্ধুপতি না আসেন হেথা।

সখীগণ।— (গীত)

বীরনৃত্যে, মত্তচিত্তে, চললো যতেক কামিনী।
তীর ফলকে, অগ্নি ঝলকে, অসিতে নলকে দামিনী॥
অবলা বাহুতে বল্, আছে কি দেখাবি চল্,
ক্ষিতি হবে টলমল—দিবসে উদিবে যামিনী।
বাণে বাণে খরতর, ঢাকিব রবির কর,
সরম লাজে, হানিয়া বাজে, নাচলো মরাল-গামিনী॥

১ম সখী। সখিগণ!
ক্ষণতরে রহ অন্তরালে।

[সখীগণের প্রস্থান।

রাজবালা!
একি ভাব আজি তব দেখি।
বীরাঙ্গনা কিহেতু বিরত রণরঙ্গে?
সমর-তুরঙ্গ কভু থাকে কি সজনি
শুনি' রণধ্বনি
মন্দুরাতে নিরানন্দে?
কহ সখি!
কিভাবে বিভোর আজি তুমি?

মন্দা। সুবচনি!
কিছু নাহি জাগে মম হৃদে।
গত যামী কাটিয়াছে জাগরণে,
সে কারণে অলসতা হয় অনুভব।

১ম সখী। মিথ্যা বলি' কেন সখি ভুলাও আমারে ?
নিদ্রাহেতু হেন ভাব তব
নহে ত সম্ভব।
লয় মম মনে
অঙ্গ তব রঙ্গহীন অনঙ্গপীড়নে।

মন্দা। জান সখি! কঠিনা রমণী আমি,
কি করিবে ফুলশর—
লৌহশর নাহি পশে এ দৃঢ় হৃদয়ে।

১ম সখী। কঠিন সে ফুলবাণ,
অব্যর্থ সন্ধান তার।
সাধি সতি!
সখী আমি, কেন বঞ্চ মোরে ?
সত্য কহি' কর দূর হৃদয়-বেদনা।

মন্দা। কি আর কহিব সখি সরমের কথা—
কাল নিশা হ'তে
কোথা হ'তে
দুরন্ত মাতঙ্গ আসি' পশিয়া সলিলে
পঙ্কিল করেছে
এই স্বচ্ছবারি মন্দাকিনী-নীর!
অবিরাম প্রধাবিত আপন গরবে—
গতি তার ফিরিয়াছে এতদিন পরে।
ওই সই আসিছেন জনক আমার

পদে ধরি সাধি—
নাহি কহ কোন কথা।

(সিন্ধুরাজ, বিজয় ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। বৎসে! তুমি কি এই যুবকের প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর স্থির করতে পেরেছ?

মন্দা। হাঁ মহারাজ, আমি উত্তর স্থির করেছি। ইনি প্রশ্নচ্ছলে নিজের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছেন। এই যুবা বিজয়পুর রাজতনয় বিজয়সিংহ, রাজ্যচ্যুত হ'য়ে ছদ্মবেশে দেশ পর্য্যটন করে কালাতিপাত কচ্ছেন ইহাই ওঁর প্রশ্নের উত্তর।

১ম সখী। রাজন্! রাজকুমারীর উত্তরের শেষ কথাগুলি তিনি নিজে বলতে অক্ষম, তাই আমাকে বলতে অনুমতি করেছেন। যদিও ঐ রাজকুমার কুমারীর নিকট পরাস্ত হয়েছেন তবুও বিদ্যা-বুদ্ধিতে কুমারী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নন, সুতরাং রণাভিনয়ে আর প্রয়োজন নাই। এই বিজয়পুর রাজতনয়কে আপনার জামাতা বলে গ্রহণ করতে পারেন, তাতে আমাদের প্রিয়সখীর কোন অমত নাই।

রাজা। মন্দাকিনি! আমি পরম সন্তোষ লাভ করলেম, এখন বিজয় তোমার মত কি?

বিজয়। রাজন্! আমার বক্তব্য কিছুই নাই।

কেবল প্রার্থনা আমার পিতৃরাজ্য যাতে উদ্ধার হয় তার প্রতিবিধান করুন। আমার পিতামাতা নাগেশ্বর রাজ্যে বাস করেন, তাঁদের সংবাদ দিন্। তাঁরা এলে এই শুভকার্য্য সম্পন্ন হবে।

রাজা। মন্ত্রি! শীঘ্র নাগেশ্বর-রাজের নিকট দূত প্রেরণ কর। অতি সত্বর বিজয়পুর-রাজারাণীকে এ স্থানে আনয়ন কর। সভাসদ্‌গণ! আজ অতি আনন্দের দিন। এতদিনে সিন্ধুরাজ্য রক্তপ্রপাত হ'তে মুক্তিলাভ করলে। তোমরা সকলে ঘোষণা কর অদ্য হতে সপ্তদিন পরে মন্দাকিনীর সহিত বিজয়ের পরিণয় হবে। এই সপ্তদিন নগরময় আমোদ প্রমোদ ও—

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! রাজকুমারীর প্রধানা সহচরী মাধুরী অকস্মাৎ সংজ্ঞাশূন্য হয়ে উদ্যানে পতিত আছেন, এখনো তাঁর জ্ঞানসঞ্চার হয়নি।

রাজা। সেকি! এই আনন্দের দিনে আবার একি অশুভ সংবাদ! মন্দাকিনি, বিজয়, দেখগে কি হ'ল। শীঘ্র যাও, আমি চিকিৎসক সঙ্গে অনতিবিলম্বে যাচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য।

অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

(মাধুরী পতিত—বিজয়ের প্রবেশ)

মাধুরী। কে, বিজয় এসেছ ? ব'স—আমার কাছে এসে ব'স। মনে করেছিলেম আর তোমার সঙ্গে দেখা হবেনা। তুমি দয়াময়, তাই দেখা দিলে। আমি ভেবে-ছিলেম আর তুমি এই হতভাগিনীর মুখদর্শন করবেনা। আমি চিরকাল তোমায় প্রতারণা করেছি। আমার জীবন প্রতারণাময়। তোমার ন্যায় লোককে প্রবঞ্চনা করলে আমার মরেও সুখ হবেনা। আমায় মার্জ্জনা কর, তোমায় আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমারই ছলনায় তুমি রাজ্যহারা হয়েছ। আমি পাগল হয়েছিলেম, পাগল না হ'লে ভূপালরাজকে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাব কেন ? পাগল না হলে রমণী হয়ে পুরুষ-সৈনিকবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে যাব কেন ? পাগল না হলে রণধীরকে ভূপালের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে নিবৃত্ত করাব কেন ? পাগল না হলে তোমায় পাবার আশা করব কেন ? আমার পাপের যথেষ্ট প্রতিশোধ হয়েছে, এ প্রতারণাময় প্রবঞ্চনাময় জীবন-তরী জলমগ্ন হবার আর অধিক বিলম্ব নাই। আমি চল্লেম—এ জন্মের মত চল্লেম - তুমি সুখে থাক, মন্দাকিনীকে নিয়ে সুখী হও। তার কোন দোষ

নাই, আমিই স্বকার্য্যসাধনের জন্য তার নামে অন্যায় দোষারোপ করেছি, এখন আমায় বিদায় দাও।

বিজয়। অমন কথা ব'লোনা। মরবে কেন? তুমি আবার ভাল হবে।

মাধুরী। আমার আর ভাল হয়ে কাজ কি বিজয়? মৃত্যুই আমার ভাল, আমার হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়ে গেছে। আর অধিক বিলম্ব নাই, আমার মাথায় পায়ের ধূলো দাও, আমি হাসতে হাসতে প্রাণত্যাগ করি। আজ আমার আনন্দের দিন, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ দিন।

(মন্দাকিনীর প্রবেশ)

মন্দা। প্রিয়সখি! ভগিনি! কি হয়েছে? অমন করে ভুঁয়ে পড়ে কেন? এস, আমার কোলে এস।

মাধুরী। ভগিনি! এসেছ? তোমার পতিকে নিয়ে পরমসুখে কালযাপন কর। কেঁদনা, এই অনাথিনীর জন্য কেঁদনা। আমি যেমন কোথা হ'তে এসেছিলেম জানতে না, তেমনি কোথায় যাচ্ছি তাও জানতে পারবে না। মনে ক'রো মাধুরী বলে কেউ ছিলনা। আমি আর কথা কইতে পারছিনি, আমার জিব অবশ হয়ে আসছে! বিজয়—যাই—ভগবান্! (মৃত্যু)

বিজয়। হতভাগিনি! চলে গেলে? আমায় চির-দুঃখী করে গেলে? আমার ভালবাসাই তোমার মৃত্যুর

কারণ। চিরদুঃখিনি! আর তোমায় দুঃখ পেতে হবেনা। যাও—সেই করুণাময়ের কোলে যাও—যেখানে চিরশান্তি বিরাজ্ কচ্ছে সেইখানে যাও—এই জীবনের ঘোর ঝঞ্ঝাবায়ু বজ্রাঘাত হ'তে মুক্তিলাভ ক'রে চির-শান্তি লাভ কর।

(রাজা ও চিকিৎসক প্রভৃতির প্রবেশ)

মন্দা। পিতা! দিদি আমাদের ছেড়ে গেছে। আর চিকিৎসার প্রয়োজন নাই, আর কেউ তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। এই ছিল, এই মাত্র কথা কচ্ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। সখিগণ! উদ্যানে যত ফুল আছে সব নিয়ে এস, প্রিয়সখীর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঢেকে দাও। ফুলের মতন মুখ শুকিয়ে যাবে আমি তা দেখতে পারবনা

[সখীগণের প্রস্থান।

রাজা। রে শমন!
নির্ম্মম নির্দ্দয় —
নাহি জানি হৃদি তোর কঠিন কেমন।
নাহি জানি বিধি তব কিরূপ বিধান!
আহা মরি—
সদ্য প্রস্ফুটিত এই সুন্দর কুসুম
বৃন্তচ্যুত করি' তারে হরিলা অকালে।
অকালে পশিল শশী চির রাহুগ্রাসে।

(ফুল লইয়া সখীগণের পুনঃ প্রবেশ)

এস সবে সখী মিলি
ঢালি' আঁখিবারি,
হৃদয়ের জ্বালা করি প্রশমিত।

সখীগণ। (গীত)

কেন সখী আজি দেখি হেন অঘটন হায়।
ফুটন্ত চাঁদিমা কেন ঘন-কোলে ডুবে যায়।
এতদিন তব সঙ্গে, ছিনু সবে কত রঙ্গে,
বল কোন্ অভিমানে ধূলাতে ঢেলেছ কায়।
নব রবি ছবি সম, তব রূপ অনুপম,
রাহুগ্রাসে কেন শেষে হারাইল সুষমায়।
সকালে ফুটিয়া সখী অকালে শুকালি হায়।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কক্ষ।

(বিজয়পুররাজ ও রাণী)

রাণী　কতদিন এল,
গেল কত দিন,
দিনে দিনে বহুদিন গত,
কহ নাথ,
কহ কোথা কুমার আমার ?
চিন্তা-কীট পশি' দেহে

দহিছে সতত তার দারুণ দংশনে।
দিনে দিনে করিছে ছেদন
হৃদয়ের যতেক বন্ধন—
তুষানল সম প্রাণ পুড়িছে সতত,
ভস্ম নাহি হয় কেন ?

রাজা। ধৈর্য্য ধর মনে
রোদনে কি ফল বল,
কাঁদিলে কি ফিরিবে কুমার ?
দেখ ভেবে মনে,
কৃপাবান্ নাগেশ্বর-কৃপাবলে
অবহেলে করিতেছি জীবন যাপন।
মাত্র এক দুঃখ মনে
বিজয় বিহনে।
গুণনিধি তনয় তোমার
আসিবে ফিরিয়া আর অল্পদিন পরে।
আবার উদিবে রবি নবীন কিরণে,
প্রাবৃটের মেঘ-বৃষ্টি অবসান পরে।

রাণী। কি জানিবে নাথ তুমি নারীর হৃদয় ?
কেমনে বুঝিবে বল জননীর প্রাণ ?
কাল নিশাকালে হেরিনু স্বপনে
নন্দনে আমার রাজবেশে
বসি' সিংহাসনে,

শিরোদেশে কনক-মুকুট শোভে,
পাশে নারী ভুবনমোহিনী
কামপত্নী রতি সম।
সুন্দরী রমণী সবে
চামর ঢুলায় চারি পাশে।
নাহি জানি
কিবা আছে বিধাতার মনে,
কত দিনে পাব পুনঃ তনয় আমার!

রাজা। গেছে বহুদিন,
অল্প বাকী আর;
লয় মম মন,
অল্পদিনে হবে তব দুঃখ বিমোচন।

(দুতের প্রবেশ)

দূত। রাজন্! সিন্ধুরাজ এই লিপি আপনাকে পাঠিয়েছেন।

[পত্র প্রদান ও প্রস্থান।

রাজা। (পত্র পাঠান্তে)
জগৎপিতা জগদীশ্বর!
অপার করুণা তব।
ধন্য আমি,
ধন্য তুমি রাণী,
ধন্য তাঁর মহিমা প্রকাম।

এতদিনে অবসান দুখ-বিভাবরী
এতদিনে মেঘমুক্ত হ'ল শশধর।
রাণি! সম্বর রোদন
ফলেছে স্বপন তব।
নন্দন তোমার
সিন্ধুরাজ-দুহিতারে জিনিয়া বিচারে
লভিয়াছে সিন্ধু-সৈন্যবল।
বিবাহ হইবে সিন্ধুরাজ-কন্যাসনে!
লতে আমা দোঁহে সিন্ধুরাজ পাশে
আসিয়াছে দূতগণ।
চল প্রিয়ে!
চল ত্বরা নাগেশ্বর পাশে।
যাব দোঁহে সিন্ধুদেশে লইয়ে বিদায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

সিন্ধুরাজ-সভা।

(সিন্ধুরাজ, মন্ত্রী, সভাসদ্‌গণ, বিজয়পুররাজ, রাণী,
বিজয়সিংহ, মন্দাকিনী ও সখীগণ)

সিন্ধুরাজ। হে ভূপতি!
দেহ অনুমতি

কন্যা মম করিতে অর্পণ
নয়ন-আনন্দ
এই নন্দনে তোমার।

বিজয়রাজ। কৃতার্থ রাজন্ আজি।
লক্ষ্মীস্বরূপিণী তোমার নন্দিনী
পুত্রবধূ হবে মম—
পরম সৌভাগ্য বলে মানি।

(বিজয়সিংহের হস্তে মন্দাকিনীকে সমর্পণ)

সখীগণ। (গীত)

দেখলো সই, হাসিছে ওই,
তমালে মাধবী বেড়িয়া রে।
সুখের বায়, বহিয়া যায়,
ঠমক রঙ্গে নাচিয়া রে॥
চাঁদিমা রাতি, বিমল ভাতি
কুসুম রাশি, বিকাশে হাসি,
যুগল চাঁদে, হেরিব সাধে,
হরষ-সরসে ভাসিয়া রে॥

যবনিকা।